রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন

অর্থ বছর (২০২১-২০২২)

রংপুর সিটি কর্পোরেশন

সেপ্টেম্বর/২০২২

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: মেয়রের বার্তা.....১

১.১ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শুভেচ্ছা.....১

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের চলমান এবং বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্যাদি.....২

১.২ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আমাদের অর্জনসমূহ.....৪

অধ্যায় ২. সিটি কর্পোরেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ.....৫

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহঃ.....৬

২.২ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ.....৯

৩. রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission).....১১

৩.১ রূপকল্প (Vision).....১১

৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission).....১১

৪. সাংগঠনিক কাঠামো ও মানব সম্পদ ১২

৪.১ বিভাগসমূহ ও জনবল ১২

৪.২ মেয়র, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর.....১২

মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর গনের নাম ও মোবাইল নম্বর:-.....১২

৫. বাজেট ও অর্থ ১০

৫.১ সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণী.....১৪

৫.২ রাজস্ব আদায়ঃ.....১৬

অধ্যায়৬. অবকাঠামো উন্নয়ন.....১৭

৬.১ প্রতিবেদনের এবং পূর্ববতী বছরের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য মেরামত সংক্রান্ত কাজসমূহ.....১৭

৬.২ ক্রমপুঞ্জীভূত উন্নয়ন –সম্পর্কিত অর্জন সমূহ.....১৮

অধ্যায়-৭ অবকাঠামো : পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম সমূহ.....২০

৭.১ সচিবের দপ্তর.....২০

৭.২ রাজস্ব বিভাগ.....২১

৭.৩ প্রকৌশল বিভাগ.....২২

৭.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ.....২৩

৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ.....২৪

৭.৬ সমাজকল্যান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি.....২৫

অধ্যায় ৮. প্রশাসনিক উন্নতিকরণ.....২৭

৮.১ লক্ষিত কাজ সমূহ, উদ্দেশ্য এবং ফলাফল.....২৭

৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ).....৩৫

৯. কর্পোরেশন এবং কমিটির সভা.....৩৭

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা.....৩৭

৯.২ স্থায়ী কমিটির সভা.....৫৩

১০. নাগরিকসম্পৃক্তকরণ.....৬০

১০.১ ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির (ডব্লিউএলসিসি) সভা ৬০৬

১০.২সিভিল সোসাইটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএসসিসি) সভা..... ৬০

(জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২)..... ৬০

১০.৩ জনসভা/ জনতার মুখোমুখি..... ৬০

১০.৪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচার কার্যক্রম..... ৬০

১০.৫ নাগরিক মতামত এবং অভিযোগ প্রতিকার ৬১

ফটোগ্যালারিঃ ৬২

নোট: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের নির্দেশিকার সংগে সংযুক্ত একটি ফরমেট অনুসরণ করে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা অনুয়ায়ী সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে (১) সিটি কর্পোরেশনের নিজেদের ব্যবহারের জন্য প্রতিবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং অর্জনসমূহ নথিভুক্ত করা (২) নাগরিকদের সাথে তথ্য শেয়ার করা এবং (৩) সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করা ।

শব্দসংক্ষেপন ও ব্যাখ্যা

নোট: প্রয়োজনীয় অন্যান্য শব্দসংক্ষেপন

	English	Bangla	
ADP	Annual Development Program	এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
APA	Annual Performance Agreement	এপিএ	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
BDT	Bangladesh Taka	বিডিটি	বাংলাদেশ টাকা
CC	City Corporation	সিসি	সিটি কর্পোরেশন
C4C	Project for Capacity Development of City Corporations (of LGD assisted by JICA)	সিফরসি	ক্যাপাসিটি ফর সিটিজ (ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন প্রকল্পের সংক্ষিপ্তরূপ)
CLCC	City Level Coordination Committee	সিএলসিসি	নগর সমন্বয় কমিটি
FY	Fiscal (Financial) Year	অব	অর্থবছর
GRO	Grievance Redress Officer	জিআরও	অভিযোগ প্রতিকার কর্মকর্তা
JICA	Japan International Cooperation Agency	জাইকা	জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা
IDP	Infrastructure Development Plan	আইডিপি	অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা
WLCC	Ward Level Coordination Committee	ডব্লিউএলসিসি	ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি

অধ্যায় ১: মেয়রের বার্তা

১.১ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শুভেচ্ছা

সিটি কর্পোরেশন সংবিধিবদ্ধ একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। নগরীর সর্বস্তরের জনগণের সকল ধরনের নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের মৌলিক দায়িত্ব। বিলুপ্ত রংপুর পৌরসভা বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশেষ শ্রেণীর পৌরসভা ছিল। ১৮৬৯ সালের ১ মে রংপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর নগরীর গুরুত্ব বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরকে সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধারাবাহিকতায় রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে একটি বসবাসযোগ্য, আধুনিক এবং নিরাপদ মহানগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ জন্য আমি সবসময়ই নগরবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।

স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার করে জনগনের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সার্বিক সহযোগিতায় উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগনকে সম্পৃক্ত করে রংপুর সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে। নতুন সিটি কর্পোরেশন হিসাবে টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মান, ড্রেন নির্মান, বৃক্ষরোপন, জলাধার নির্মান, পানি শোধনাগার স্থাপন, মা ও শিশুর জন্য নগর স্বাস্থ্য ও মাতৃসদন স্থাপন, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল নির্মাণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের আলোকে নবগঠিত সিটি কর্পোরেশন হিসেবে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও নাগরিক সুবিধা / সেবা সমূহ স্বল্প সময়ে নাগরিকদের নিকট পৌছানো নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে বিভিন্নধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি যা দৃশ্যমান এবং আরও অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি যা বাস্তবায়নাধীন এবং কিছু দৃশ্যমান। রংপুর মহানগরীর সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে, পরিকল্পিত নগরায়নে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, এসডিজি অর্জনে সরকারের সাফল্য প্রচার এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি রূপকল্প ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশের প্রস্তাবনা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ/২০৪১ অর্জন এবং বাস্তবায়নের সাথে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রংপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, আন্তরিকতা এবং সহযোগিতায় দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন বিশেষত নতুন সিটি কর্পোরেশন হিসাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যা রংপুর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নে আগামী দিনগুলোতে অত্র কর্পোরেশন যুগোপযোগী ও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

নগরবাসীর সার্বিক কল্যানে ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে আমরা সকলে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছি। দলমত নির্বিশেষে আমরা সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছি।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় জনগনের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনেক। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় যেমন ঢাকা, খুলনা, রাজশাহীর মতো সত্যিকার অর্থে সাংগাঠনিক ও প্রশাসনিকভাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন উন্নীত হয়নি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, প্রকৌশল বিভাগ, হিসাব বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ সহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রমকে গতিশীল করার চেষ্টা চলছে। সিটি কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রাম বা সাংগঠনিক কাঠামো, চাকুরী বিধিমালা এখনও অনুমোদন হয়নি, মাষ্টারপ্লান হয়নি, ফলে অপরিকল্পিত নগরায়ন হচ্ছে। যার ফলে সুদূরপ্রসারি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কর্পোরেশনের প্রতিটি বিভাগে আমুল পরিবর্তন এনে কর্পোরেশনের লোকবল বৃদ্ধি করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এজন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ও পেশাদারিত্বের ভূমিকায় এনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নাগরিক কল্যানে আরো বেশী কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করে সকল অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও শক্তিশালী নেতৃত্বে আমরা রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে বিশ্বের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক জনগনের নিরাপদ বাসস্থানসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি সিটি কর্পোরেশন হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। নাগরিক সেবা প্রদান ও পরিচ্ছন্ন, বসবাস উপযোগী আধুনিক মহানগরী হিসাবে রংপুরকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রংপুর সিটি কর্পোরেশন সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

রংপুরকে একটি অত্যাধুনিক নগরে পরিনত করার জন্য আমার সহকর্মী কাউন্সিলরবৃন্দ, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি এলাকা তথা কর্পোরেশনে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে অতিরিক্ত কোন প্রকার ট্যাক্স আরোপ করা হয়নি বরং ট্যাক্স কার্যক্রমকে জনগণের সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং অনলাইন তথা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের ব্যবস্থা করেছি। অন-লাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণে নগরবাসীর সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

১.২ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আমাদের অর্জনসমূহঃ

- নাগরিক সেবা সহজীকরণে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন
- নতুন কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ ৬২ কি.মি. ও আর সি সি রাস্তা নির্মাণ ৫ কিঃমিঃ এবং রাস্তা মেরামত ৬৬ কিঃমিঃ।
- ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ৮০.০১ মিঃ
- ড্রেন নির্মাণ নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ ৪০ কিঃমিঃ ও মেরামত ৮ কিঃমিঃ
- অন-লাইন হোল্ডিং ট্যাক্স সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন (অন-লাইনে তথা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে)।
- নলকুপ স্থাপন ২৫ টি
- পানির পাইপ সম্প্রসারণ ২১ কিঃমিঃ
- উৎপাদক নলকুপ ৫ টি
- সড়ক বাতি সম্প্রসারণ ২০ কিঃমিঃ
- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট চালু করা হয়েছে।
- শ্যামা সুন্দরী ও কেডি ক্যানেল পরিস্কার করা হয়েছে।
- ক্রাশ প্রোগ্রামের কর্মসূচী অনুযায়ী নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের নর্দমা সমূহ পরিস্কার করা হয়েছে
- ঘাস ও জঙ্গাল কাটার জন্য আরও তিনটি হোন্ডা কোম্পানীর ১০০ সিসি ঘাস কাটার মেশিন সংযোজন
- মশক নিধনের জন্য পূর্বের ০৬ টি ফগার মেশিনের সাথে আরও ০৩ টি মেশিন সংযোজন করা হয়েছে।

১.৩ অর্থবছর ২০২২-২৩ এবং পরবর্তী বছরের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি

- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগনের জীবনমান উন্নয়ন।
- রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সাংগাঠনিক কাঠামো অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থাপন বিভাগকে শক্তিশালীকরণ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে জনসাধারনের সকল প্রকার নাগরিক সমস্যার সমাধান এবং সকল বিভাগ/শাখার সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী করা।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল আর্থিক লেনদেনের হিসাব ডিজিটালি সংরক্ষন, এবং এম.আই.এস বাস্তবায়ন।
- স্বাস্থ্য সেবা ডিজিটালাইজডকরণ ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১ টি সিটি হাসপাতাল স্থাপন।
- পরিকল্পিত নগরায়ন ও অন-লাইনের মাধ্যমে ইমারত নক্সা অনুমোদন প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ০৩ টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ৩৩ টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড অফিস নির্মাণ ।
- নগরবাসীর চলাচলের সুবিধার্থে যানজট পরিহার করে বিদ্যমান শ্যামা সুন্দরী খালের উপর দিয়ে নগরবাসীর পায়ে হাটা পথ, চলাচলের বিকল্প রাস্তা ও ফ্লাইওভার নির্মাণ এছাড়া যানজট নিরসনের জন্য শহরের অভ্যন্তরে ৪ লেন বিশিষ্ট রাস্তা তৈরীর কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার সাথে সাথে অবৈধ ফুটপাত দখলদার উচ্ছেদ সহ নগরীর রোড ডিভাইডার সমূহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।
- আধুনিক পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে শহরস্থ চিকলীর বিলে- আধুনিক শিশু পার্ক, ওয়াটার পার্ক সহ ১টি থীম পার্ক স্থাপন।
- সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের জন্য "e-governence"- সিস্টেমের ব্যবস্থাপনায় অফিস অটোমেশন চালু করা এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল শাখাকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা এবং এম.ডি.জি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আরো জোরদার করা।
- পরিবেশ দূষন রোধকল্পে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গার্বেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।
- নগরীর সংগৃহীত সকল বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তরের লক্ষ্যে বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানী তৈরী করার গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
- নাগরিকদের যাতায়াত ও এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে বিকল্প নতুন রাস্তা, ড্রেন, কালভাট নির্মাণ।
- নির্মান সামগ্রী পরীক্ষা করার জন্য অত্যাধুনিক মান সম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রী পরীক্ষাগার স্থাপন।
- নগরবাসীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহে পানি শোধনাগার নির্মাণ।
- নিম্নবিত্ত/বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এর জন্য সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বহুতল বিশিষ্ট আবাসন ভবন নির্মাণ।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপন ও বনায়ন কর্মসূচী করা এবং সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের আওতায় বেকারত্ব দূরীকরণ।
- "রংপুর শহরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন" তথা মাস্টার প্ল্যান এর বাস্তবায়ন ও নির্ধারিত স্থান ব্যতীত যত্রতত্র আবাসিক ভবন, মার্কেট, বাজার, শিল্প কারখানা স্থাপন রোধ।
- যাতায়াতের সুবিধার্থে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সিটি সার্ভিস চালু করা।
- পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহা-পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, রোড নেটওয়ার্ক, পরিবহন ও যোগাযোগ পরিকল্পনা, ড্রেনেজ মহা-পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, গণশৌচাগার নির্মাণ ও বাস্তবায়ন করা।
- পরিকল্পিত নিরাপদ শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
- নাগরিক সেবা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মান-সম্পন্ন সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা প্রদান করা।
- নিরাপদ শহর গড়ার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- নগরীতে ভিক্ষুক নিরসন কর্মসূচী গ্রহণ তথা ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।
- আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ সিটি কর্পোরেশন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাসহ সিটি কর্পোরেশনের সকল পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার করা।

অধ্যায় ২. এক নজরে সিটি কর্পোরেশন

এক নজরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন

১। প্রতিষ্ঠাকাল	সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠাকাল ২৮/০৬/২০১২ খ্রিস্টাব্দ।
২। ওয়ার্ড সংখ্যা	পৌরসভা হিসাবে প্রতিষ্ঠা ১ মে ১৮৬৯ ইং সাল (ক) শ্রেণীতে উন্নীত করণের তাং ২৩/০৯/১৯৮৬। ৩৩ টি। (মৌজা ১১২ টি, মহল্লা ৪৪২ টি)
৩। আয়তন	২০৫.৭০ বর্গ কিঃ মিঃ
৪। জনসংখ্যা	প্রায় ৭৯৬৫৫৬ জন, (পুরুষ ৩৯৮২৮২ জন, মহিলা ৩৯৮২৭৪ জন), শিক্ষিতের হার ৬৫%*ভোটার সংখ্যা= ৩,৭০,০০০ জন (প্রায়)
৫। হোল্ডিং সংখ্যা	৫১১৬৩ টি। সরকারী ৪৫৮ টি। বেসরকারী ৫০,৭০৫ টি।
৬। মোট রাস্তা	১৪২৭.২৫ কিঃ মিঃ (নতুন ও পুরাতন) *পাকা রাস্তা ৩৮২.২৫ কিঃমিঃ *এইচ.বি , ০৩ মিঃ,*আর.সি.সি ২৩ কিঃমিঃ *কাঁচা রাস্তা ৭২২ কিঃ মিঃ
৭। ড্রেনের পরিমান	১৬৫.০০ কিঃমিঃ
৮। ব্রীজের পরিমান	১২৫ টি।
৯। কালভার্টের সংখ্যা	১১১৫টি।
১০। পানি সংক্রান্ত তথ্য	মোট গৃহসংযোগ ৪৮৩৮ টি। (সরকারী ৮২ টি, আবাসিক ৪৭৫৬ টি) *গভীর নলকুপের সংখ্যা ১১টি (০৯ টি বর্তমানে চালু) *আয়কর বিমুক্তিকরণ প্লান্ট ৩টি। (২ টি চালু) *উচ্চ জলাধারের সংখ্যা ৫টি (বর্তমানে চালু ২ টি) *পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১৫৭.৫ কিঃমিঃ
১১। মার্কেট / হাট	১৫ টি।(ক) পুরাতন এলাকাঃ ১.লালবাগ হাট ২.সিটি বাজার ৩.সীতানাত বণিক বিপনী বিতান ৪.ধাপ বাজার ৫.সাতমাথা মাহিগঞ্জ মার্কেট ৬.নবাবগঞ্জ মার্কেট৭.মাহিগঞ্জ বাজার ৮.কেল্লাবন্দ মার্কেট (নির্মাণাধীন) ৯.কামারপাড়া বাজার (খ) সম্প্রসারিত এলাকাঃ ১.পান্ডার দিঘী ২.হাজীরহাট ৩.চওড়ারহাট ৪.সাহেবগঞ্জ হাট ৫.চান্দকুটি হাট ৬.খলিসাকুটি হাট ৭.নিশবেতগঞ্জ ৮.নজিরেরহাট ৯.কেরানীরহাট ১০.চক ইসবপুরহাট ১১.বুড়িরহাট ১২.গোলাগঞ্জহাট ১৩.মনোহরহাট ১৪.শুকানচকিহাট ১৫.ভুরারঘাট হাট।
১২। কোচ/বাস/ট্রাক স্টান্ড	৪ টি। (১) ঢাকা কোচ স্টান্ড (২) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল (৩) ট্রাক স্টান্ড (৪) পীরগাছাবাস স্টান্ড।
১৩। বিল	৩ টি। (১) চিকলী (২) নাছনিয়া (৩) কুকরুল।
১৪। কসাইখানা	২ টি। (গণেশপুর আর কে রোডের ধারে ও পাটবাড়ি, মাহিগঞ্জ)।
১৫। সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত	বিদ্যালয় সংখ্যা ১৭ টি। *উচ্চ বিদ্যালয় ৪টি *স্যাটেলাইট স্কুল ৩টি *সিজিপি কতৃক পরিচালিত স্কুল ১০ টি।
১৬। সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ	কলেজ ২৮ টি *হাই স্কুল ৫৪টি *মাদ্রাসা ২৪০ টি *কিন্ডার গার্ডেন ১৪০ টি
১৭। সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন হাসপাতাল	৫টি *বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মাহিগঞ্জ *জুম্মপাড়া *সাতমাথা *এরশাদনগর *সম্মানীপুর।
১৮। যানবাহন	৪৮ টি *জীপ গাড়ি ৪টি (অকেজো ২টি) *পিক-আপ ৬টি *গার্বেজ ট্রাক ২৫ টি (অকেজো ৩টি)*রোড রোলার ৫টি *ভাইব্রেটরী রোলার২ টি *হুইল লোডার১টি *এ্যাম্বুলেন্স২ টি *মটর সাইকেল৩১ টি *ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার ২ টি *হাইড্রোলিক বিমলিফটার ৪ টি
১৯। সাইকেল স্ট্যান্ড	০৩ টি *সিটি বাজার সাইকেল স্ট্যান্ড *লালবাগ হাট সাইকেল স্ট্যান্ড *সীতানাথ বাজার সাইকেল স্ট্যান্ড
২০। পুকুর	০২টি (১) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল পুকুর (২) রাধাবল্লভ অফিস সংলগ্ন পুকুর।
২১। খোয়াড়	৪২ টি।
২২। রিক্সা/ভ্যানগাড়ি	২১,০০০ টি।

২৩। সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন হাসপাতাল/ক্লিনিক	*সরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল ০৩ টি *বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল ০৪ টি, *ক্লিনিক কাম ডায়াগনিস্টিক সেন্টার ১৮৬টি
২৪। সড়কবাতির সংখ্যা	১৫,০০০ (প্রায়)
২৫। বস্তির সংখ্যা	৫৭ টি।
২৬। সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরেধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ:	*মসজিদ ১১১৪টি *কবরস্থান ৯৮৪টি *এতিমখানা ২৬টি *শ্মশান ০৩ টি *ঈদগা ময়দান ৮৫টি *মন্দির ১৩টি *চার্চ ০২টি

২৬। সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরেধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ: *মসজিদ১১১৪টি*কবরস্থান ৯৮৪টি*এতিমখানা ২৬টি *শ্মশান ০৩ টি *ঈদগা ময়দান ৮৫টি *মন্দির ২১৩টি *চার্চ ০২টি

২৭। ট্রেড লাইসেন্স গ্রহীতা	১১৯৬৮ টি
২৮। ডাস্টবিনের সংখ্যা	১৫৬ টি, ডাম্পিং স্থান ০১টি (নাছনিয়া বিল সংলগ্ন)
২৯। সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত কবরস্থান সমূহ ৬টি	*মুন্সিপাড়া*নুরপুর *লালবাগ *মিস্ত্রিপাড়া *তাজহাট *মাহিগঞ্জ
৩০। চিত্তবিনোদন কেন্দ্র	২ টি
৩৩। সিনেমা হল	*সিনেমা হল ৩টি
৩৪। পার্ক	*পার্ক ৩টি
৩৫। পাবলিক টয়লেট	১৩টি *নবাবগঞ্জ বাজার *কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল *ঠিকাদারপাড়া, ষ্টেশন রোড, রংপুর। *কেরামতিয়া মসজিদ সংলগ্ন *ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড *মাহিগঞ্জ বাজার *সিটি বাজার *ট্রাক টার্মিনাল *সাতমাথা মাহিগঞ্জ *মেডিকেল মোড় *শাপলা চত্বর *পায়রা চত্বর *ধাপ বাজার

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ও মূল বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রংপুর জেলা। ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক কালোত্তীর্ণ মহিমায় আর বর্ণিল দীপ্তিতে ভাস্বর, মানব ও প্রকৃতি সৃষ্ট মনোরম স্থান, অপার সম্ভাবনায় ভরপুর রংপুর জেলা। বিলুপ্ত রংপুর পৌরসভা বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশেষ শ্রেণীর পৌরসভা ছিল। ১৮৬৯ সালের ১ মে রংপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর নগরীর গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরকে সিটি কর্পোরেশন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে রংপুর খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর। অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত রংপুরের ইতিহাস খুবই বৈচিত্রময়। প্রাচীন ইতিহাসে ১৪০০ খ্রিঃ দিকে রংপুর বার্মা ডায়নেষ্টিক অব কিংডম হিসাবে সুপরিচিত ছিল। পরে পাল এবং সেন শাসকেরা রংপুর শাসন করেছেন। নিকট অতীতের ইতিহাসে রংপুর মোঘল শাসনকর্তা আকবর এর নির্দেশে রাজা মান সিংহ এর দ্বারা ১৫৭৫ সালে শাসিত হয়। কিন্তু ইহা খুব অল্প সময় যেমন ১৬৮৬ সাল পর্যন্ত। পরে ইহা মোঘল শাসনে অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। তারপর মোঘল সরকারের নির্দেশে ঘোড়ার ঘাট সরকার কর্তৃক রংপুর শাসিত হয়। ১৮৫০ সালের দিকে মোঘল সরকারের আঞ্চলিক কার্যালয় হয় মাহিগঞ্জ।

ব্রিটিশ সরকারের সময় কালেক্টরেট স্থাপিত হয় ১৭৬৯ সালে এবং যা ১৭৭২ সাল হতে কাজ শুরু করে। এই কালেক্টরেটের মূল উদ্দেশ্য ছিল রেভিনিউ সংগ্রহ করা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। রংপুর মিউনিসিপ্যালিটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালের মে মাসে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, শিল্প যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র ছিল রংপুর। ১৯৮৬ সালে রংপুর মিউনিসিপ্যালিটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভায় উন্নতি লাভ করে। ২০১০ সালে বিভাগ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রংপুরের গুরুত্ব আরও অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের ২৮ জুন রংপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পাশ দিয়ে প্রাচীনতম ঘাঘট নদী প্রবাহিত হয় এবং শ্যামাসুন্দরী ও কেডি ক্যানেল নামে দু'টি খাল রংপুর শহরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। অনেক ছোট ছোট শিল্প ও কল কারখানা রংপুর শহরের ভিতরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বর্তমান রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২০৩.১৯ বর্গকিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা প্রায় ১০.০০ লক্ষ। রংপুর সিটি কর্পোরেশন (সিটি কর্পোরেশন অ্যাক্ট), ২০০৯ এর প্রজ্ঞাপন নং- ২৪৭- আইন/২০১২ তারিখ ২৮/০৬/২০১২ মূলে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়।

১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে ৫০.৫৬ বর্গকিলোমিটারের রংপুর পৌরসভার গোড়াপত্তন হয় প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর ই জি গ্লোজিয়ার। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ডিমলার জমিদার রাজা জানকীবল্লভ সেন রংপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়াও অ্যাডভোকেট মাহাতাব উদ্দিন খান, মোহাম্মদ আফজাল, মুক্তিযোদ্ধা অপিল উদ্দিন আহমেদ, সাবেক এমপি শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু, কাজী মোঃ জুননুন পর্যায়ক্রমে একাধিকবার এ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। সবশেষ পৌর

চেয়ারম্যান ছিলেন একেএম আব্দুর রউফ মানিক।১৮৯২ সালে জমিদারের দানকৃত বাগানবাড়ির জমিতে গড়ে তোলা হয় রংপুর পৌর ভবন। ১৯৮৬ সালে রংপুর পৌরসভাকে 'ক' শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। এ পৌরসভাকে তখন ৫০ দশমিক ৫৬ বর্গকিলোমিটারে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল।রংপুর সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের রংপুরের স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং দেশের দশম সিটি করপোরেশন। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) বিল, ২০০৯-এর মাধ্যমে রংপুর পৌরসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২০৩.১৯ বর্গকিলোমিটার। এই আয়তনের মধ্যে রংপুর সদরের ১০টি, কাউনিয়া সারাই ও পীরগাছার কল্যাণীসহ ১২টি ইউনিয়ন মিলে ১১২টি মৌজাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে ৭টি ইউনিয়ন পূর্ণাঙ্গ ও ৫টি আংশিক রয়েছে। তবে ক্যান্টনমেন্টকে সিটি করপোরেশনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৩টি। রংপুর সিটি করপোরেশনে প্রথমবারের মতো নির্বাচন হয় ২০ ডিসেম্বর, ২০১২ সালে। এবং দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচন হয় গত ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখে।

নগরের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জাতীয়/ আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বৃহত্তর রংপুর এলাকায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ সমনপদ না থাকলেও পীরগঞ্জের খালাশীপীরে কয়লা এবং মিঠাপুকুরের রাণীপুকুরে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। নদী মাতৃক দেশের বৃহত্তর অংশ হিসাবে রংপুর জেলায়ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নাম জানা ও অজানা অসংখ্য ছোট বড় নদী। এ এলাকায় কৃষি ও অথনৈতিক ক্ষেত্রে এসব নদীর ভুমিকা অনস্বীকার্য । বৃহত্তর রংপুর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তিস্তা, ব্রহ্মপূত্র, যুমনা, ধরলা, ঘাঘট, দুধকুমার, প্রভৃতি নদী। রংপুরের নদ-নদীর আয়তন ৫শ ২৩ দশমিক ৬২ কিলোমিটার বা ৩শ ২ বর্গমাইল। এরমধ্যে তিস্তা রংপুর অঞ্চলের প্রধান নদী। এ নদী বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের অধিকাংশ জেলা অর্থাৎ নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার উপর দিয়ে প্রভাবিত হয়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিস্তা ছিল উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী। তিস্তা নদীর দুটি ব্যারেজ একটি ভারতের গজলডোবায়, অন্যটি বাংলাদেশের দোয়া নীড়ে। বুড়ি তিস্তা, ঘাঘট, মানাস, ধাইজান ইত্যাদি তিস্তার শাখা নদী ছিলো কিন্তু ধীরে ধীরে উৎস নদী থেকে এগুলো পৃথক হয়ে গেছে। এছাড়া ঘাঘটতিস্তার একটি শাখা নদী। ঘাঘট পূর্বে খুব গুরুত্বপূর্ন নদী ছিল এবং শহরটি এর তীরেই অবস্থিত।

নগরের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতীয়/আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

সমতল ভূমির এ অঞ্চল দেশের খাদ্য ভান্ডার বলে পরিচিত। ধান, পাট, তামাক , রেশম , প্রাকৃতিক নীল , সবজি উৎপাদনে এ অঞ্চলের খ্যাতি বিশ্ব জুরে। নদীপথ সচল থাকায় দেশ বিদেশের ব্যবসা- বানিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল দেশের ৫টি পুরাতন জেলার অন্যতম রংপুর। ভূমিকম্পে তিস্তা নদীর গতি পরিবর্তন , প্রাকৃতিক দূর্যোগ , নদী ভাংগন , খরা –বন্যা , ফসল উৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধি , কৃষি পন্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া , আধুনিক কৃষি উৎপাদনে সক্ষমতার অভাব , শিক্ষা , চাকুরী ও ব্যবসা বানিজ্যে পশ্চাৎপদতা এই অঞ্চলে দেখা দেয় নানা টানা পাড়েন । সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক ও সরকারী নানা বৈষম্যের কারণে খাদ্য উদ্বৃত্ত রংপুর অঞ্চলের মানুষ ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা হারায় ।

ফলে দারিদ্রতা , আশ্বিন কার্তিক ও চৈত্র – বৈশাখে কাজ- খাদ্যের অভাব , নগদ অর্থের সংকট বিভিন্ন কারণে এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যে নেমে আসে মংগা নামের অভিশাপ । শুরু হয় আর্থিক ও সামাজিক নানা সংকট । জমি হারিয়ে ধিরে ধিরে উচ্চবিত্ত কৃষক মধ্যবিত্ত , মধ্যবিত্ত কৃষক ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষক বিত্তহীণ দিনমজুরে পরিনত হতে থাকে । আর শিল্প ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন না হওয়ায় কর্মসংস্থানের অভাবে দারিদ্রতা কমেনি । বরং দেশের অন্য অঞ্চলের চেয়ে এ অঞ্চলে দারিদ্রের হার শতকরা দশভাগ বেশি । আর বহির্গমনের হার দেশের অন্য অঞ্চলের চেয়ে শতকরা দশ ভাগ কম । অর্থাৎ দেশের দক্ষিন পূর্বাঞ্চলে ১১ ভাগ হলেও রংপুল অঞ্চলে তা শতকরা ১ ভাগেরও কম । আশার কথা এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে । দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়িত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো, চিত্তবিনোদন, বৈচিত্রময় কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্ততাদের নানা সাফল্যে ফিরে পাচ্ছে হারানো গৌরব।

রংপুরের ঐতিহাসিক নিদর্শন

রংপুরে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের মধ্যে ১৮৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত রংপুর জিলা স্কুল , ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী দেশে ৪টি স্থাপনার একটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ বৃটিশ স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন প্রত্নসম্পদ, মোঘল স্থাপত্য নিদর্শন মাওলানা কেরামত আলী মসজিদ , ইন্দো-স্যাসানিয় স্থাপত্য শৈলীর রংপুর টাউন হল দেশে এই ভবনও মাত্র ৪টি , ১৯১৮ সালে বৃটিশ গভর্নর টমাস ডেভিড ব্যারন কারমাইকেলের প্রচেষ্টায় তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হয় এ অঞ্চলের শেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ কারমাইকেল কলেজ । এখানে রয়েছে ক্যান্সার নিরসনের ঔষধি গাছ কাইজেলিয়া যা উপমহাদেশে বিরল। তাজহাট জমিদারবাড়ি বর্তমানে রংপুর যাদুঘর । সুদুর পাঞ্জাব থেকে গোপাল লাল এর পূর্বপুরুষ রংপুরের মাহিগঞ্জে টুপি বা তাজে হীরা – মানিক , জহরত সংযুক্ত করে ব্যবসা করায় স্থানটি তাজহাট নাম হয় ।

অনেক অর্থবৃত্তের অধিকারী এই ব্যবসায়ী জমিদারী পত্তন নেয়ায় তাজহাট জমিদার নামে সুপরিচিত হন । তিনি দৃষ্টিনন্দন রাজপ্রাসাদ নির্মান করেন যা আজও পর্যটকদের মোহিত করে । বর্তমানে যা যাদুঘর হিসেবে দর্শনার্থী ও পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। কারমাইকেল

কলেজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখায় তাজহাট রাজার নামে জিএল রায় হোস্টেল , ক্রীড়া ও আথর্- সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য গোবিন্দ লাল গোল্ডকাপ ও জিএল রায় রোড স্মৃতি বহন করে। এ ছাড়া ডিমলার রাজা জানকি বল্লব সেন যিনি প্রথম পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়ে নিজ বাগান বাড়িতে প্রতিষ্টিত করেন রংপুর পৌরসভা যেখানে এখন সিটি কর্পোরেশন স্থাপিত , যিনি মাতা শ্যামাসুন্দরীর নামে নগরকে জলাবদ্ধতা ও পীড়ার আকর থেকে রক্ষা করতে শ্যামাসুন্দরী খাল কেটে চির অমর হয়েছেন । এ ছাড়া ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জেলা পরিষদ , বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ – যেখানে গড়ে ওঠেছে স্মৃতিকেন্দ্র। ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর স্মৃতি বিজড়িত খাসবাগ , বখতিয়ারপুর , শতরঞ্চি শিল্প ও ক্যান্টমেন্ট ঘেরাও আন্দোলনের নিশবেতগঞ্জ, টেপা , বামনডাঙ্গা , মস্থনা জমিদারবাড়ি , ডিমলা কালি মন্দির , ধর্মসভা , পীরগঞ্জে রাজা নীলাম্বরের কাঁটাদুয়ার , নূরুলদীনের জন্মভূমি মিঠাপুকুরের ফুলচৌকি ,পীরগাছার ইটাকুমারী রাজবাড়ি- ১৭৮৩ সালের প্রজাবিদ্রোহের সূতিকাগার , কল্যাণীর নন্দীগঞ্জ, নাপাইচন্ডি -দেবীচৌধুরাণীর সাথে বৃটিশ যুদ্ধে তাঁর মৃত্যুস্থান ,কাউনিয়ার ভূতছড়ায় বৃটিশের সাথে যুদ্ধ ও দেবী চৌধুরানীর পিত্রালয় শিবু কুন্ঠিরাম, হারাগাছের ধুমনদী যেথানে পরিখা খুড়ে অবস্থান ও যুদ্ধপরিচালনা করেছেন ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরানী সেই ঐতিহাসিক ধুমেরকুঠি অন্যদা নগরের সন্ন্যাসীর মঠ, উলিপুরের বজড়া, ডালিয়া-দোয়ানিতে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা সেচ প্রকল্প , পাটগ্রামে তিনবিঘা করিডোর,তিস্তা সড়ক সেতু,সিটি চিকলীপার্ক,ঘাঘট নদীর উপর বিনোদন পার্ক প্রয়াস, এসব স্থানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুললে পর্যটকদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে । বিভাগীয় ষ্টেডিয়াম,অডিটরিয়াম,শহীদ মিনার,মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স,সুইমিং পুল,চিত্তবিনোদনের পার্ক, প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল,কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল,২য় বিসিক শিল্প নগরী,আইটি পার্ক ও কৃষি যন্ত্রাংশের কারখানা এবং সার ও সিমেন্ট কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব।

নগরের প্রধান শিল্প ও বানিজ্য এবং জাতীয়/আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

কৃষিনির্ভর রংপুর অঞ্চল উদ্বৃত্ত ফসল ও সমতল উর্বর ভূমির জন্য সুপ্রসিদ্ধ । ধান, পাট, তামাক , রেশম প্রভৃতি অর্থকরি ফসলের জন্য প্রাচীন কাল থেকে রংপুর অঞ্চল সমৃদ্ধ। এখান থেকে ১৫০ কোটি টাকার উন্নত মানের বার্লি তামাক বিদেশে রপ্তানী হয় । তবে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত নিয়ন্ত্রণের কারনে তামাক চাষ কমছে । বাড়ছে আলুর চাষ । দেশের সবচেয়ে বেশি আলু উৎপাদন এলাকা হিসেবে ইতোমধ্যে রংপুরের সুনাম ছড়িয়েছে । তবে অপরিকল্পিত চাষ , চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেশি , ক্রেতা,সংরক্ষন ও বাজার সমস্যায় মূল্য বিপর্যয়ে কখনও রাস্তায় নামে কৃষক । যদিও সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয় কিন্তু স্থায়ী ভাবে এর সংরক্ষন এবং বহুমূখী ব্যবহার বিশেষত আলু প্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে না ওঠায় এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা কাটেনি । হিমাগার শিল্প , ব্যবসায়ী ও চাষীরা এখনও রয়েছে ঝুঁকিতে । কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে লোকসান গুনলে উৎপাদনে তার প্রভাব পড়ে । মূলত এ অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে যে পণ্যের মূল্য পায় সে দিকে ঝোঁকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । তবে কৃষি গবেষনার অগ্রগতিতে স্বল্প জীবনকালের খরা-বন্যা সহিষ্ণু। বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবনে এক সময়ের মৌসুমি কর্মাভাব , খাদ্যাভাব ও মঙ্গার প্রকোপ তেমন না থাকলেও নদী ভাঙ্গন , প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান থাকায় সারা দেশের চেয়ে এখানে দারিদ্যের হার তুলনামূলক বেশি ও মাথা পিছু আয় কম ।

এ ছাড়া কৃষির প্রতি বেশি মাত্রায় নির্ভরশীলতা , কৃষি পণ্যের ন্যয্য মূল্য না পাওয়া, শিল্পায়ন সমস্যা ,দেশ বিদেশে কর্মসংস্থানের সমস্যা নানা কারনে স্থায়ীভাবে দারিদ্র বিমোচন সমন্বিত হচ্ছে না । যদিও খাদ্য উৎপাদন অনেক বেড়েছে , অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পরেও এ অঞ্চলের কৃষকের ভাগ্যের আশানারূপ পরিবর্তন ঘটে নি। বরং এক শ্রেনীর মধ্যস্বত্তভোগী ফটকা বানিজ্যিক মোটাতাজাকরন অস্বাভাবিক হওয়ায় সামাজিক স্থিতিশীলতা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈষম্য ও নেতিবাচক প্রভাব বাড়ছে । তবে অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিতকা হ্রাস ও কোন কোন ক্ষেত্র পরিবর্তিত হলেও নতুন নতুন সম্ভাবনা রংপুর অঞ্চলকে আবারো সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিচ্ছে । যেমন ৬০ বছর পরে হলেও রংপুরে বেগম রোকেয়ার নামে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ।অবশেষে ২০৩.১৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সিটি কর্পোরেশন হয়েছে । মেট্রোপলিটন সিটি গড়ার কাজও এগুচ্ছে । উদ্বৃত্ত ধান – চাল বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ হচ্ছে , আলু ,সবজী , পাট, হাড়িভাঙ্গা আম ,প্রাকৃতিক নীল ডায়িং পণ্য ও শতরঞ্চি বিদেশে রপ্তানী বাড়ছে । ক্ষুদ্র পাটকল স্থাপনে কর্মসংস্থান বাড়ছে , পাটের সূতা , বস্তা , ব্যাগ সীমিত আকারে রপ্তানী হচ্ছে । বিদেশে পুরুষের পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে নারী শ্রমিক বিদেশী কর্মসংস্থানে যোগ দেয়ায় রেমিটেন্স আয়ে কিছুটা হলেও সুযোগ তৈরী হয়েছে , দেখা দিয়েছে নতুন সম্ভাবনা । গরু মোটাতাজাকরণে নিরব বিপ্লব ঘটছে । তিস্তাসহ এ অঞ্চলের অভিন্ন নদীর পানি একতরফা প্রত্যাহার করায় বৃহৎ তিস্তা সেচ প্রকল্প অকার্যকর হওয়ায় নদীর নাব্যতা কমছে, কমছে ভূ গর্ভস্থ পানির স্তর, মাটিতে কমছে খনিজ পদার্থের হার। মাছ উৎপাদনে চাহিদার তুলনায় ঘাটতি বাড়লেও আমিষের চাহিদা পূরণে ক্ষুদ্র খামারীরা দুগ্ধ উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেছে । দেশের ৫০ ভাগ উৎপাদিত আমিষের ২৫ ভাগ চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখছে রংপুরের গাভী পালনকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা। মশলা ও ডাল জাতীয় ফসল বহূমূখীকরণে কাগুজে পরিকল্পনা এবং বরাদ্দ থাকলেও আশানারুপ বাস্তবায়ন না হলেও ফুল , আম, লিচু , বাউকূল , ভূট্টা ,হস্ত-কুটির শিল্প পণ্য উৎপাদন বাড়ছে , বাড়ছে পরিবেশ সম্মত জৈব বালাই নাশকের ব্যবহারে বিষমুক্ত ফসলের চাষ ।বিভিন্ন নদী চরাঞ্চলে বাড়ছে ভুমিহীনদের কুমড়ো,তুলা ও নদীর পানিতে ভাসমান সব্জি চাষ। পুষ্টির জন্য জিংক সমৃদ্ধ ধান চাষ,গঙ্গাচড়ার হাবু বেনারসী পল্লিতেও নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গড়ে উঠছে ছোট ছোট মাছ ও পশু খাদ্যের মিল কারখানা। অবকাঠামোর ক্ষেত্রে নগরীর ৪ লেন সড়ক, তিস্তা সড়ক সেতু ও ২য় তিস্তা সেতু, ব্যাবসা বানিজ্য ও শিল্প প্রসারে আশার সৃষ্টি করেছে।

২.২ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	• নতুন কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ ৭০ কি.মি. ও আর সি সি রাস্তা নির্মাণ ৫ কিঃমিঃ এবং রাস্তা মেরামত ৬২ কিঃমিঃ। • ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ১০০ মিঃ। • ড্রেন নির্মাণ নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ ৪০ কিঃমিঃ ও মেরামত ৮ কিঃমিঃ • পাবলিক টয়লেট ৫টি • নলকুপ স্থাপন ৪০ টি • পানির পাইপ সম্প্রসারণ ৪০ কিঃমিঃ • উৎপাদক নলকুপ ৮টি • সড়ক বাতি সম্প্রসারণ ৩০ কিঃমিঃ
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	**<u>২০২১-২০২২ অর্জন</u>** ১। শ্যামা সুন্দরী ও কেডি ক্যানেল পরিস্কার করা হয়েছে বর্তমানেও এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২। ক্রাশ প্রোগ্রামের কর্মসূচী অনুযায়ী নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের নর্দমা সমূহ পরিস্কার করা হয়েছে এবং বর্তমানেও চলমান রয়েছে। ৩। ওয়ার্ড নং ১৮,১৯, ২৯ কে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মডেল ওয়ার্ড হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪। দৈনন্দিন সৃষ্ট বর্জ্যের ৭৫% বর্জ্য অপসরণ করা হয়েছে। ৫। ঘাস ও জঙ্গাল কাটার জন্য আরও তিনটি হোন্ডা কোম্পানীর ১০০সিসি ঘাস কাটার মেশিন সংযোজন ৬। মশক নিধনের জন্য পূর্বের ০৬ টি মেশিনের সাথে আরও ০৩ টি ফগার মেশিন সংযোজন করা হয়েছে। ৭। মশক নিধনের জন্য ৬০০০ লিটার এডাল্টিসাইড এবং ৫ কার্টুন লার্ভিসাইড ছিটানো হয়েছে। **<u>২০২২-২০২৩ পরিকল্পনা</u>** ১। ১৬ এবং ২২ নং ওয়ার্ডকে বর্জ্য ব্যবস্থপনার জন্য মডেল ওয়ার্ড গঠন। ২। রংপুর মহানগরবাসিকে একটি আধুনিক পরিবেশ বান্ধব ও পরিচ্ছন্ন নগরী উপহার দেয়া। ৩। শহরের পয়ঃ নিস্কাশনের জন্য গুরুত্বপূর্ন শ্যামা সুন্দরী, কেডি ক্যানেলসহ নর্দমা সমুহ পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম চলমান রাখা। ৪। দৈনন্দিন উৎপন্নের বর্জ্যের কালেকশনের মাত্রা ৮২% এ উন্নতি করন। ৫। মহানগরবাসির বর্জ্য সম্পর্কিত অভিযোগ মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি হট লাইন চালুকরন। ৬। ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগের প্রার্দূভাব প্রতিরোধে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ৭। নগরির জলাবদ্ধতা নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ শ্যামাসুন্দরী ক্যানেল পরিস্কার ও সচল রাখার ফলে নগরবাসীগন তার সুবিধা ভোগ করছেন। নগরে মশক নিধন কার্যক্রম চলমান আছে। ৮। মশক নিধনের জন্য ৭০০০ লিটার এডাল্টিসাইড এবং ৭ কার্টুন লার্ভিসাইড ছিটানো হবে।
জনস্বাস্থ্য	৪৯,১৬৭ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল = ২,৫২,৬৫৮ জন, কৃমির ট্যাবলেট ২,৬২,২৩৪ জন ছাত্র/ছাত্রীকে । স্যালাইন বিতরন ৪৯,৫৫৪ পিচ করা হয়েছে।
সমাজকল্যান,শিক্ষা ও সংস্কৃতি	সমাজ কল্যানঃ সিটি গভারন্যান্স প্রকল্প (সিজিপি),দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মসূচী (প্রাপ) প্রকল্পের মেয়াদ: ১লা জুলাই/২০১৪ থেকে ৩০শে জুন/২০২০ প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমান: ক)ক্ষুদ্র ঋন বাবদ: ৮৫ লক্ষ টাকা খ)ক্ষুদ্র ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বাবদ:২ কোটি ১৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা গ) প্রাপ ট্রেনিং এ্যাকটিভিটিস/ মাঠ কর্মিদের সম্মানি ভাতা ও অনান্য বাবদ:২ কোটি ৬২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪ শত ১৪ টাকা মোট: ৫ কোটি ৬১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪ শত ১৪ টাকা সর্বমোট ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫শত টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ১৫০০ জন ছাত্র ছাত্রীদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হয়।(ছাত্র ছাত্রীদেরকে বিনামুল্যে বই,খাতা,কলম,স্কুলড্রেস,জুতা,মোজা,স্কুল ব্যাগ,পেন্সিল,রং পেন্সিল ও টিফিন প্রদান করা হয়)। এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১২০০ জন ছাত্র

	ছাত্রীকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ বেসরকারী স্কুলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়। স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় ১০টি বস্তির ৩০০০ সদস্যাদের মধ্যে ডায়াবেটিক পরীক্ষা,উচ্চ রক্তচাপ মাপা, গর্ভবতী ও গর্ভ পরবর্তী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিশোরীদরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ট্যাবলেট ও খাবার স্যালাইন বিতরন করা হয়। এছাড়াও আয়বৃদ্ধি মুলক কর্মসূচীর (আই.জি.এ) আওতায় ৬০ জন সদস্যাকে দর্জি প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিন প্রদান করা হয় এবং ৩০ জন সদস্যাকে বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ ও প্রসাধনী প্রদান করা হয়েছে ।
প্রশাসনিক উন্নতিকরণ	প্রশাসনিক কার্যক্রম উন্নতির লক্ষে ই-ফাইলিং পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলমান রাখা হয়েছে। কর্মীদের কর্মে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মোটিভেশন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের কার্যক্রম গুরুত্ব সহকারে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনে তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।
ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন	• নাগরিক সেবা সহজীকরণে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন • অন-লাইন হোল্ডিং ট্যাক্স সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট এবং অন-লাইন পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন
নাগরিক সম্পৃক্তকরণ	ওয়ার্ড পর্যায়ে অন-লাইন হোল্ডিং ট্য নাগরিক সম্পৃক্তকরণ বিষয়টি চলমান রয়েছে এবং নাগরিক সেবা সহজীকরনের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচী অব্যাহত আছে।

৩. রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য(Mission)

৩.১ রূপকল্প (Vision)

ভিশনঃ দারিদ্রমুক্ত, পরিবেশবান্ধব সুন্দর ও নিরাপদ মহানগরী।

৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

মিশনঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে নগরবাসীকে নাগরিক সেবা প্রদান করা।

৪. সাংগঠনিক কাঠামো ও মানব সম্পদ

৪.১ বিভাগসমূহ ও জনবল

৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত

বিভাগ	কর্মকর্তা/কর্মচারী ও চুক্তিভিত্তিক জনবলের সংখ্যা				
	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	চুক্তিভিত্তিক
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়	১	০	০	৪	০
সচিব-এর কার্যালয়	১	১	০	২	০
রাজস্ব	১	০	১২১	১০৩	০
হিসাব	২	০	৭	৪	০
প্রকৌশলী	৬	০	৭৪	২২	১৫
জনস্বাস্থ্য	১	০	৩৮	৫	০২
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০	০	৩০	৬৭৫ ঝাড়ুদার ও আয়া	০
মোট	১২	১	২৭০	৮১৫	১৫
সর্বমোট	১১১৩				

৪.২ মেয়র, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর

মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরগনের নাম ও মোবাইল নম্বর:-

ক্রমিকনং	নাম	ওয়ার্ড	মোবাইলনম্বর
১	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান	মেয়র রংপুরসিটিকর্পোরেশন	০১৭১২৬৯৫৩১৩
২	মোসাঃ নাছিমা আক্তার	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০১	০১৭১২৭২২৮৮৫
৩	মোঃ বিলকিস বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০২	০১৭৫০৪০০৯৫১
৪	মোছাঃ সুইটি বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৩	০১৯৯৪৯২০৭১৯
৫	মোছাঃ জামিলা বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৪	০১৯১২৭০৭৪৭৬
৬	মোছাঃ শাহেদা বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৫	০১৭৮৮১৭৫২৩৪
৭	মোছাঃ জাহেদা আনোয়ারী	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৬	০১৯৩১৫৪৯৩০৩
৮	মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৭	০১৭১২২৫৪১০৬
৯	মোছাঃ হাসনাবানু	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৮	০১৭৬৭২৯৫৩৫০
১০	মোছাঃ মনোয়ারা সুলতানা মলি	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ০৯	০১৭২৩৩১৪৬৭৩
১১	মোছাঃফরিদাবেগম	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ১০	০১৭১৬৫১০২৩৬
১২	মোছাঃ নাজমুন নাহার	সংরক্ষিত ওয়ার্ড ১১	০১৭২৯১২১০৭১
১৩	মোঃ রফিকুলইসলাম	সাধারন ওয়ার্ড ০১	০১৯১৭২২২১১৮
১৪	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সাধারন ওয়ার্ড ০২	০১৭১৬৭৭৬৬৮৮
১৫	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সাধারন ওয়ার্ড ০৩	০১৭৭৩৩৬০১১৪
১৬	শ্রী হারাধন চন্দ্র রায়	সাধারন ওয়ার্ড ০৪	০১৭১৪৬৭৮৭৩৪
১৭	মোঃ মোখলেছুর রহমান	সাধারন ওয়ার্ড ০৫	০১৭৭৪৯২৬০৬৬
১৮	মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম লেবু	সাধারন ওয়ার্ড ০৬	০১৭১৮৬৪৪২৭৫
১৯	মোঃ মাহফুজার রহমান মাফু	সাধারন ওয়ার্ড ০৭	০১৭২২৮৭০১১০
২০	মোঃ মামুনার রশিদ	সাধারন ওয়ার্ড ০৮	০১৭৩৯৭৩০৩৫৫
২১	মোঃ নজরুল ইসলাম দেওয়ানী	সাধারন ওয়ার্ড ০৯	০১৭১১০৭০৪১০
২২	মোঃ লাইকুর রহমান নাজু	সাধারন ওয়ার্ড ১০	০১৭২১৯৪৮০০৫
২৩	মোঃ জয়নুল আবেদীন	সাধারন ওয়ার্ড ১১	০১৭৬৩২১০১৯৫
২৪	মোঃ রবিউল আবেদীন (রতন)	সাধারন ওয়ার্ড ১২	০১৭১২০৯২৮৫৩
২৫	মোঃ ফজলে এলাহী	সাধারন ওয়ার্ড ১৩	০১৭২১৭৬৪৯৭৬

ক্রমিকনং	নাম	ওয়ার্ড	মোবাইলনম্বর
২৬	মোঃ শফিকুল ইসলাম মিঠু	সাধারন ওয়ার্ড ১৪	০১৭২০৪৯৮১৫৭
২৭	মোঃ জাকারিয়া আলম	সাধারন ওয়ার্ড ১৫	০১৭৩৭৫৮৭৫৯১
২৮	মোঃ আমিনুর রহমান	সাধারন ওয়ার্ড ১৬	০১৭১৪৯৬৬৩৭০
২৯	মোঃ আব্দুল গাফফার	সাধারন ওয়ার্ড ১৭	০১৭৩১৪৮১৩৮৮
৩০	মোঃ মুনতাছীর শামীম	সাধারন ওয়ার্ড ১৮	০১৭১২১৪৫০২৮
৩১	মোঃ মাহমুদুর রহমান	সাধারন ওয়ার্ড ১৯	০১৭১৩২০২৫৬৪
৩২	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	সাধারন ওয়ার্ড ২০	০১৭১৬০৯৭০১৯
৩৩	মোঃ মাহবুবার রহমান মঞ্জু	সাধারন ওয়ার্ড ২১	০১৭১২৯৪৯৩৭২
৩৪	মোঃ মিজুনুরর হমান মিজু	সাধারন ওয়ার্ড ২২	০১৭১৩৭৮৩৩০৩
৩৫	মোঃ সেকেন্দার আলী	সাধারন ওয়ার্ড ২৩	০১৯২৪৪১৯৩০৩
৩৬	মোছাঃ হাসনাবানু (অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব)	সাধারন ওয়ার্ড ২৪	০১৭৬৭২৯৫৩৫০
৩৭	মোঃ নুরুন্নবী ফুলু	সাধারন ওয়ার্ড ২৫	০১৭১২৫৩০১৯৮
৩৮	মোঃ সাইফুল ইসলাম ফুলু	সাধারন ওয়ার্ড ২৬	০১৭১২৯১২৪৫৯
৩৯	হারুন-অর রশীদ	সাধারন ওয়ার্ড ২৭	০১৭৬০৭৪০৪০০
৪০	মোঃ রহমতুল্লা বাবলা	সাধারন ওয়ার্ড ২৮	০১৭৪০০৯০৪৮৮
৪১	মোঃ মুক্তার হোসেন	সাধারন ওয়ার্ড ২৯	০১৭১৯২৪৬৭৯৬
৪২	মোঃ মালেক নিয়াজ আরজু	সাধারন ওয়ার্ড ৩০	০১৭১৮৪৮৪২৫৬
৪৩	মোঃ সামছুল হক	সাধারন ওয়ার্ড ৩১	০১৭৭০৬৩০২৫৫
৪৪	মোঃ মাহাবুব মোর্শেদ	সাধারন ওয়ার্ড ৩২	০১৭১০২৯২৯৫৭
৪৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সাধারন ওয়ার্ড ৩৩	০১৭২০৩৯৯৫৫০

অধ্যায় ৫ : বাজেট ও অর্থ

৫.১ সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণী

(১) প্রাপ্তি / আয়

(ইউনিট: টাকা হাজারে)

	অর্থবছর ২০২১-২০২২			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (আনুমানিক) (ক)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (আনুমানিক) (ক/খ X১০০)	প্রকৃত (আনুমানিক) অংশের শতকরা হার
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	১০১২৬৫৬.৭৪	৬১৮৬৫৯.৩৬	৬১.০৯২৭০১৫	৬১.০৯%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	৭৭৪১২০৩.৫২	১৩৩৫২১৯.২৫	১৭.২৪৮২১২৬৬	১৭.২৫%
মোট প্রাপ্তি	৮৭৫৩৮৬০.২৬	১৯৫৩৮৭৮.৬১	৭৮.৩৪১	২২.৩২%

	অর্থবছর ২০২০-২০২১ (পূর্ববর্তী বছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (ক)	প্রকৃত প্রাপ্তির হার (ক/খ X ১০০)	প্রকৃত (আনুমানিক) অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব(পুনরাবৃত্ত) প্রাপ্তি <পানিসহ>	৮৮৫১০৪.৫৪	৫৪৬২৭২.১৩	৬১.৭১৮৩৭৩৬৩	৬১.৭২%
উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি <পানিসহ>	৮০১০৩৯৯.০২	১৪৬০৯১২.৫০	১৮.২৩৭৬৯৯৪৮	১৮.২৪%
মোট প্রাপ্তি	৮৮৯৫৫০৩.৫৬	২০০৭১৮৪.৬৩	৭৯.৯৫৬০৭৩১১	২২.৫৬%

(২) পরিশোধ (ব্যয়)

(ইউনিট: টাকা হাজারে)

	অর্থবছর ২০২১-২০২২			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত-(আনুমানিক) (ক)	প্রকৃত পরিশোধের হার (আনুমানিক) (ক/খ X১০০)	প্রকৃত-(আনুমানিক) অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব(পুনরাবৃত্ত) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <পানিসহ>	৮৩২৮৫০.০০	৬৮৩১৫৫.৭৭	৮২.০২৬২৬৭১৫	৮২.০৩%
উন্নয়নখাতে ব্যয় <পানিসহ>	৬৫৮৫০০০.০০	১৯২৩৫৬৯.৯৬	২৯.২১১৩৮৮৮৮	২৯.২১%
মোট পরিশোধ/ব্যয়	৭৪১৭৮৫০.০০	২৬০৬৭২৫.৭২	১১১.২৪	৩৫.১৪%

	অর্থবছর ২০২০-২০২১ (পূর্ববর্তী অর্থবছর)			
	প্রাক্কলিত বাজেট (খ)	প্রকৃত (ক)	প্রকৃত পরিশোধের হার (ক/খ X১০০)	প্রকৃত অংশের শতকরা হার (%)
রাজস্ব (পুনরাবৃত্ত) খাতে পরিশোধ/ব্যয় <পানিসহ>	৭৭৮০০০.০০	৫১৪৯৫৫.৭৭	৬৬.১৮৯৬৮৭৯২	৬৬.১৯%
উন্নয়নখাতে ব্যয় <পানিসহ>	৭৮৬৫০০০.০০	১৫৯৫৪৭৮.৭৮	২০.২৮৫৮০৭৭৭	২০.২৯%
মোট পরিশোধ	৮৬৪৩০০০.০০	২১১০৪৩৪.৫৫	৮৬.৪৮	২৪.৪২%

৫.২ রাজস্ব আদায়ঃ

(একক : হাজার টাকা)

	অর্থবছর ২০২০-২০২১	অর্থ বছর ২০২১-২০২২		
	প্রকৃত	বাজেট চাহিদা (আ)	প্রকৃত (অ)	সংগ্রহের হার অ/আ X ১০০%
ভুমি ও ইমারতের উপর ট্যাক্স (.....৭%)	৪২৮৪০.৫১	৫০০০০.০০	চলমান	০.০০%
কনজারভেন্সি রেইট (.....৭%)	৪২৮৪০.৫১	৫০০০০.০০	চলমান	০.০০%
সড়কবাতি রেইট (.....৩%)	১৮৩৪৩.৩৭	২১৪২৮.৫৮	চলমান	০.০০%
পানি সরবরাহ রেইট (.....৩%)	১৮৩৪৩.৩৭	২১৪২৮.৫৮	চলমান	০.০০%
মোট হোল্ডিং ট্যাক্স (.....২০%)	১২২৩৬৭.৭৪	১৪২৮৫৭.১৫	চলমান	০.০০%

(২) ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ঃ

(এককঃ হাজার টাকা)

ওয়ার্ড নং	অর্থ বছর ২০২০ - ২০২১	অর্থ বছর ২০২১ -২০২২			২০২১-২০২২ অর্থ বছর শেষে বকেয়া
	প্রকৃত	বাজেট চাহিদা (আ)	প্রকৃত (অ)	দক্ষতা অ/আ X ১০০(%)	
১৬	১৫১৭৪.৪৫৯	১৭৫৯৪.৮১০	১৫৮৮৭.৪১০	৯০.৩০%	১৭০৭.৪০০
১৭	৯৯১৪.৯৫০	১১৯২৫.৬১৯	১০৭৬৮.৩৫৭	৯০.৩০%	১১৫৭.২৬২
১৮	৭৩৮৪.২৮১	৮৮৪৭.৮২২	৭৯৮৯.২৩০	৯০.৩০%	৮৫৮.৫৯২
১৯	১২৩৪৬.৬৯০	১৪৮৫৩.৭৬৪	১৩৪১২.৩৫৫	৯০.৩০%	১৪৪১.৪০৯
২০	৬৭৭৩.১২৪	৪৯৭১.২০১	৪৪৮৮.৭৯৬	৯০.৩০%	৪৮২.৪০৫
২১	৪০০৬.২২৫	৪২৩০.৯৮২	৩৮২০.৪০৮	৯০.৩০%	৪১০.৫৭৪
২২	৪৫৩৪.৬৬১	৪৭৯২.৬১২	৪৩২৭.৫৩৭	৯০.৩০%	৪৬৫.০৭৫
২৩	৩৩৩৮.৯০৩	৫৭৫৪.৩৪৬	৫১৯৫.৯৪৫	৯০.৩০%	৫৫৮.৪০১
২৪	৪১৬০.৯৯৪	৩৮৮৩.১৮৪	৩৫০৬.৩৬০	৯০.৩০%	৩৭৬.৮২৪
২৫	৭০৪২.২৩৪	৬০৫৪.৬৫৪	৫৪৬৭.১১১	৯০.৩০%	৫৮৭.৫৪৩
২৬	৪০৩৯.৭৪৬	৩৫৬৭.১৫০	৩২২০.৯৯৪	৯০.৩০%	৩৪৬.১৫৬
২৭	৯৬০০.০০৯	৫৮৯৮.৭২০	৫৩২৬.৩০৯	৯০.৩০%	৫৭২.৪১১
২৮	১১২৪২.৫৮১	১০৮৩২.৬০৪	৯৭৮১.৪০৯	৯০.৩০%	১০৫১.১৯৫
২৯	৫৮৪.৪৯০	৯৩৫.৮৮৬	৮৪৫.০৬৮	৯০.৩০%	৯০.৮১৮
৩০	১৪৮৪.৭৫১	১২০৪.৫৮৬	১০৮৭.৬৯৩	৯০.৩০%	১১৬.৮৯৩
সম্প্রসারিত	০	৮৪৪১.৫৮৮	৭৬২২.৪১৭	৯০.৩০%	৮১৯.১৭১
টাওয়ার	০	১৭১১.২৬৭	১৫৪৫.২০৬	৯০.৩০%	১৬৬.০৬১
সর্বমোট	১০১৬২৮.০৯৮	১১৫৫০০.৭৯৫	১০৪২৯২.৬০৫	৯০.৩০%	১১২০৮.১৯০

(৩) সময়মত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপঃ

১	(ক) অর্থ বছরের শুরুতে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে হোল্ডিং বিল প্রিন্ট পূর্বক ১০% রেয়াত সুবিধাসহ ১৫সেপ্টেম্বরের মধ্যে গ্রাহকদের মাঝে বিল বিতরণ করা হয়, যা ৩০সেপ্টেম্বর এর মধ্যে পরিশোধ সুযোগ থাকে। (খ) ৩০ সেপ্টেম্বরের পর খেলাপি ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে তালিকা অনুযায়ি নোটিশ প্রদান করা হয়। যারা পরিশোধে ব্যার্থ হয় তাদের বাসায়/প্রতিষ্ঠানে টিম অনুযায়ি বিল পরিশোধের জন্য বারংবার তাগাদা প্রদান করা হয়। (গ) জানুয়ারি মাসের ১৫তারিখের মধ্যে বিল প্রিন্ট পূর্বক ১৫মার্চের মধ্যে তৃতীয় কিস্তির বিল ৩০মার্চের মধ্যে বিল পরিশোধের শেষ তারিখ দিয়ে গ্রাহকদের মাঝে বিল বিতরণ করা হয় এবং মাইকযোগে বিল পরিশোধের জন্য গ্রাহকদের অবগত করা হয়। (ঘ) হোল্ডিং ট্যাক্সের বিল ব্যাংকিং সুবিধাসহ অনলাইলে বিকাশ, নগদ এর মাধ্যমে পরিশোধের সুবিধা রয়েছে। (ঙ) চতুর্থ কিস্তির বিল জুন মাসের ১৫তারিখের মধ্যে গ্রাহকদের মাঝে বিল বিতরণ করা হয়, যা৩০জুনের মধ্যে পরিশোধের সুবিধা থাকে। এছাড়াও সম্মানিত কাউন্সিলর মহোদয়কে খেলাপি গ্রাহকদের তালিকা সম্পর্কে অবগত করা এবং মোবাইল এস এম এসের মাধ্যমেও অবগত করা হয়। সম্মানিত কাউন্সিলর মহোদয় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন।

অধ্যায় ৬. অবকাঠামো উন্নয়ন

৬.১ প্রতিবেদনের এবং পূর্ববর্তী বছরের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য মেরামত সংক্রান্ত কাজ সমূহঃ

(১) ২০২১-২১ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং প্রধান মেরামত কাজ সমুহ

(এককঃ হাজার টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আইডিপি থেকে গ্রহন করা হয়েছে (হ্যাঁ / না)	প্রাক্কলিত ব্যয় ২১০০০০০	প্রকৃত ব্যয় ১৭০৪৮০০	অর্থের উৎস জিওবি	২০২১-২২ অর্থবছর শেষে অগ্রগতি (%)	
						ভৌত ৮৮%	আর্থিক ৮১%
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ							
পরিবহন							
১	কাঁচা রাস্তা পাকাকরন	৫০ কিঃ মিঃ	৬০০০০০	৫,৭০,০০০	জিওবি	১০০%	১০০%
নিষ্কাশন (ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন নির্মাণ	২৫ কিঃ মিঃ	৩৫০০০০	৩৩৯৫০০	জিওবি	১০০%	১০০%
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত মেরামত	২৫ কিঃ মিঃ	৩৫০০০০	১০৩০৭.৫০	জিওবি/নিজস্ব তহবিল	১০০%	১০০%

প্রধান মেরামত কার্যক্রম (নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা পুর্নবাসন)							
পরিবহন							
১	পাকা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ	না	৩৪২৭৩.৬০	৩২৫৫৯৪০৭.০০	জিওবি/জাইকা/	১	পাকা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ
নিষ্কাশন(ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন মেরামত	না	১৬৮৩০.০৯	১৫৯৮৮.৫০	জিওবি/জাইকা/	১	ড্রেন মেরামত
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত মেরামত	না	৪৪০০০.০০	৪১৮০০.০০	জিওবি/নিজস্ব তহবিল	১০০%	১০০%

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রধান মেরামত কাজসমূহ							
পরিবহন							
১	কাঁচা রাস্তা পাকাকরন	হ্যাঁ	৭১০৭১০.০	৬৭৫১৭৪.৫০	**জিওবি/জাইকা / বিশ্বব্যাংক**	**১০০%**	**১০০%**
নিষ্কাশন (ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন নির্মাণ	হ্যাঁ	৪৮২১০০.০০	৪৩৩৮৯০.০০	**জিওবি/জাইকা / বিশ্বব্যাংক**	**১০০%**	**১০০%**
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত নির্মাণ	না	৮২২০.০০	৭৮০৯.০০	**জিওবি/নিজস্ব তহবিল**	**১০০%**	**১০০%**
প্রধান মেরামত কার্যক্রম (নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা পুর্নবাসন)							
পরিবহন							

১	পাকা সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ	না	৩৩১৬৮.০০	৩১১৭.৭৯২	**নিজস্ব তহবিল/ বিশ্বব্যাংক**	**১০০%**	**১০০%**
নিষ্কাশন (ড্রেনেজ)							
১	ড্রেন মেরামত	না	১৫৩০০.০০	১৪৩৮২.০০	**জিওবি/ নিজস্ব তহবিল**	**১০০%**	**১০০%**
ভৌত অবকাঠামো							
১	ফুটপাত মেরামত	না	৫০০০০.০০	৪৭৫০০.০০	**নিজস্ব তহবিল**	**১০০%**	**১০০%**

৬.২ ক্রমপুঞ্জীভূত উন্নয়ন-সম্পর্কিত অর্জন সমূহ

	২০২০-২১ অর্থবছরের শেষান্তে মোট	**২০২০-২১ অর্থবছরের শেষান্তে মোট**	**পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি/পরিবর্তন**
মোট রাস্তা	১৪২৭.০০ কিঃমিঃ	১৫৫৫.০০ কিঃমিঃ	-
বিসি (বিটুমিনাস কার্পেটিং)	১০২৯.৬৭ কিঃমিঃ	১০৯১.৬৭ কিঃমিঃ	৬২ কিঃমিঃ
সিসি (সিমেন্ট কংক্রিট)	২৯.০০ কিঃমিঃ	৩২.০০ কিঃমিঃ	৩.০০ কিঃমিঃ
আরসিসি (রড-সিমেন্ট-কংক্রিট)	৩৮.০০ কিঃমিঃ	৪৮.০০ কিঃমিঃ	১০.০০ কিঃমিঃ
ড্রেন			
ব্রিক (ইটের)	২২.৫০ কিঃমিঃ	০.০০ কিঃমিঃ	-
আরসিসি	৩৩৫.৫৩ কিঃমিঃ	৩৭৫.৫৩ কিঃমিঃ	৪০.০০ কিঃমিঃ
কাঁচা	৮৩.৪৭ কিঃমিঃ	----	-
খাল	২৩.৫০ কিঃমিঃ	২৯.৫০ কিঃমিঃ	-
ব্রীজ/সেতু			
মোট (সংখ্যা)	১২৬.০ টি	১৩০.০ টি	৪.০ টি
মোট দৈর্ঘ্য	৩৬০০.০ মিঃ	৩৬৫২.০ মিঃ	৫২.০ মিঃ
কালভার্ট			
মোট (সংখ্যা)	১১৩৪.০ টি	১১৪৯.০ টি	১৫.০ টি
গণশৌচাগার			
মোট (সংখ্যা)	১৮.০ টি	৪৯ টি	৩১ টি
জেন্ডারভিত্তিক গণশৌচাগারের সংখ্যা	-	-	-

অধ্যায় ৭ অবকাঠামো : পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ

৭.১ সচিবের দপ্তর

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
সাধারণের বাজার ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন বাজার সংখ্যা ১৪ টি যথা সিটি বাজার, সিটি পার্ক মার্কেট সম্মুখভাগ, নবাবগঞ্জ বাজার, ধাপ বাজার আরকে রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় সযলগ্ন বাজার, কাচারী বাজার, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় সংলগ্ন বাজার, কামারপাড়া, শ্রী সিতানাথ বণিক বিপনী বিতান বাজার, আশরতপুর চকবাজার, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া বাজার, মাহাতাব খান মার্কেট, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার,/মাছ বাজার এবং টার্মিনাল বাজার। উক্ত বাজারসমূহে মোট দোকান সংখ্যা-২৭০৭ টি । উক্ত বাজারসমূহ হতে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে প্রতি মাসে বিল প্রদান করা হয়।
যানজট নিয়ন্ত্রণ	• প্রধান প্রধান রাস্তা এবং বাজারের জায়গাগুলিতে ট্র্যাফিক কর্মীদের নিযুক্ত করা
নাগরিক তথ্যসেবা কেন্দ্র (সিআই এসসি)	• নাগরিকদের জন্য ওয়ান স্টপ সেবা সরবরাহ করা • অভিযোগ গ্রহণ
সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার	• সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা • বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের স্পনসর করা

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবা সমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০১৯/২০২০	অর্থবছর ২০২০/২০২১
সাধারণের বাজার	সাধারনের বাজারে খালি জায়গার পরিমান	------	------
যানজট নিয়ন্ত্রণ	ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা	১০ জন	১৭ জন
সংস্কৃতি ও খেলাধূলা বিষয়ক	অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সংখ্যা	০৮ টি	০৬ টি
	অনুষ্ঠিত স্পন্সরকৃত সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সংখ্যা	০১ টি	০১ টি
অনধিকার প্রবেশ	সাধারনের জায়গা থেকে অবৈধভাবে স্থাপিত দোকান সরিয়ে নেয়ার সংখ্যা	-----	বাজারগুলিতে সাধারণ জায়গা থেকে জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে সিটি বাজারের প্রবেশদ্বারে প্রায় ৫০-৬০ টি অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে।

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা

১. যানযট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭ জন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সাধারণ জায়গা থেকে জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে সিটি বাজারের প্রবেশদ্বারে প্রায় ৫০-৬০ টি অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে।

৭.২রাজস্ব বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান	১১৬৩২ টি ট্রেড লাইসন্স প্রদান করা হয়েছে।
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান	৫২৪০ টি অটো (টমটম) গাড়ী, ৩২০০ টি ব্যাটারী চালিত রিক্সার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
সাধারনের বাজার ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন বাজার সংখ্যা ১৪ টি যথা সিটি বাজার, সিটি পার্ক মার্কেট সম্মুখভাগ, নবাবগঞ্জ বাজার, ধাপ বাজার আরকে রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় সযলগ্ন বাজার, কাচারী বাজার, বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় সংলগ্ন বাজার, কামারপাড়া, শ্রী সিতানাথ বণিক বিপনী বিতান বাজার, আশরতপুর চকবাজার, ঢাকা কোচ স্ট্যান্ড কামারপাড়া বাজার, মাহাতাব খান মার্কেট, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার,/মাছ বাজার এবং টার্মিনাল বাজার। উক্ত বাজারসমূহে মোট দোকান সংখ্যা-২৭০৭ টি । উক্ত বাজারসমূহ হতে রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে প্রতি মাসে বিল প্রদান করা হয়।
কসাইখানা/ জবাইখানার ব্যবস্থাপনা	০১ টি

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক ও অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০১৯/২০২০	অর্থবছর ২০২০/২০২১
ট্রেড লাইসেন্স	নতুনভাবে ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	২৮০৭	৩৭৪৩ টি
	নবায়নক্রত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	৭৫২৬টি	৭৮৮৯টি
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স	মোটর বিহীন গাড়ীর জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যা	৮০০০ টি	৮২৪০ টি
সাধারণের বাজার	খালি জায়গার পরিমান	.....	.....
গণশৌচাগার	নতুন ইজারা চুক্তির আওতায় পরিচালিত গণশৌচাগার এর সংখ্যা	০৬ টি (চুক্তিপত্র হয় নাই)	০৬টি (কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে)
	নবায়নকৃত ইজারা চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত গণশৌচাগার এর সংখ্যা	০৬ টি (চুক্তিপত্র হয় নাই)	০৬ টি (কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে)

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা

১.	২০১৯-২০২০ এ ট্রেড লাইসেন্স এর সংখ্যা ছিল ১০৩৩৩ টি এবং ২০২০-২০২১ এ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১১৬৩২ টিতে । ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের চেয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১,২৯৯ টি ট্রেড লাইসেন্স বেশি হয়েছে।
২.	২০১৯-২০২০ এ অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স হয়েছে ৮০০০ টি এবং ২০২০-২০২১ এ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৮২৪০ টিতে । ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স পূর্বের ন্যয় রয়েছে,

বৃদ্ধি পায় নাই।

৭.৩প্রকৌশল বিভাগ

(১) অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	মোট ৬৬ কিলোমিটার রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন করা হয়েছে।
নর্দমা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	মোট ৮ কিলোমিটার ড্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০ টি (১০০ মিটার)
সড়কবাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬০ কিলোমিটার
গণশৌচাগার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩১ টি
জনসাধারণের অংশ / বিনোদনের স্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০১ টি পার্ক/উন্মুক্ত স্থান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
নাগরিকদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার অথবা অন্যান্য নাগরিক সুবিধা তৈরি ও রক্ষাবেক্ষণ	----
পানি সরবরাহ ও পানি সরবরাহজনিত সুবিধাদির মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ	সম্প্রসারিত পানির পাইপলাইন ২১ কি:মি ও মেরামত ২২ কি:মি: উৎপাদক নলকূপ-৫টি
ভবন নিয়ন্ত্রণ	----
ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ	----

প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত সেবাসমূহ অধ্যায় ৬ এ বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	**সূচক এবং অর্জন**		
	সূচক	অর্থবছর ২০১৮/২০১৯	অর্থবছর ২০১৯/২০২০
ভবন নিয়ন্ত্রণ	অনুমোদিত ভবনের সংখ্যা	..... টি	.....টি ভবন অনুমোদন করা হয়েছে।
অস্বাস্থ্যকর / ঝুঁকিপূর্ণ ভবন	অস্বাস্থ্যকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শনের সংখ্যা	৩৩টি	৩৩টি অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে।

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা

১.	রাস্তা ড্রেণ, কালভার্ট, ব্রীজ, সড়ক বাতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় Covid-19 এবং অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য অপেক্ষাকৃত কম নির্মাণ তথা বাস্তবায়ন হয়েছে।

৭.৪বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
বাজার এবং গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ	কর্পোরেশনের আওতাধীন মোট ৪৫ টি বাজার এবং শহর এলাকার ৩৩ টি ওয়ার্ডভূক্ত ৭৫ টন গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
রাস্তা এবং নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	৩৩ টি ওয়ার্ডের আনুমানিক ৮২ টি রাস্তা ও রাস্তার পাশের ড্রেন পরিস্কার রাখতে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে।
হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২০২০-২১ অর্থবছরে ৪০০ টন হাসপাতালের বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে।
গনশৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	১৩ টি গণশৌচাগার পরিচ্ছন্ন ও মনিটরিং করা হয়েছে
ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	**সূচক এবং অর্জন**		
	সূচক	**অর্থবছর ২০১৯/২০২০**	**অর্থবছর ২০২০-২০২১**
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	২০৫০০ টন	২২৫০০ টন
হাসপাতাল বর্জ্য	সংগৃহীত হাসপাতাল বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	৩০০ টন	৪০০ টন
রাস্তা ও নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করে এমন রাস্তার পরিমান (আনুমানিক দূরত্ব)	১৫০ কি:মি	১৫০ কি:মি
	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করে এমন নর্দমার পরিমান (আনুমানিক দূরত্ব)	১০ কি:মি	৫০ কি:মি
গণশৌচাগার	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মোট	৮টি	১৩ টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।
২.	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য ১৮,১৯,২১,২৯ নং ওয়ার্ডকে মডেল ওয়ার্ড হিসাবে গঠন করা হয়েছে।
৩.	ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গাল পরিস্কার ও মশক নিধন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের চেয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তুলনামূলক বৃদ্ধি করা হয়েছে যা চলমান রয়েছে।

৭.৫ স্বাস্থ্য বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ইপিআই টিকা	মোট ৪৯,১৬৭ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন	জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে ৩৪৭৪৭ জনের এবং মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে ১৩০৮ জনের।
করোনাকালীন রক্তের নমুনা পরীক্ষা	করোনাকালীন মোট ৮১৯২ জন ব্যক্তির রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।
নিরাপদ খাদ্য	নগরের হোটেল-রেষ্টুরেন্ট ও অন্যান্য খাবার সরবরাহকারী দোকানপাটের ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে নিয়মিত মনিটরিং ও পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ষ্ট্যান্ডার্ড চেকলিষ্ট অনুযায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৪৩টি হোটেল-রেষ্টুরেন্ট ও অন্রান্য খাবার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে মনিটরিং ও পরিদর্শণ করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিক্যাল চেক আপ	সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪৯৮ টি প্রাইমারী স্কুলের ১,৩১,১১৭. জন ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে।
অস্বাস্থ্যকর ভবন নিয়ন্ত্রণ	মোট ৩৩টি অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং ভবনের মালিকগণকে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০১৯/২০২০	অর্থবছর ২০২০/২০২১
ইপিআই টিকা	টিকা দেওয়া হয়েছে এমন শিশুদের সংখ্যা	৪২১৮৭জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।	মোট ৪৯,১৬৭ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন	নিবন্ধনের সংখ্যা	৩৮৩৮৯ জন	জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে ৩৪৭৪৭ জনের এবং মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে ১৩০৮ জনের
খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ	পরিবীক্ষণ করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	৪৫০ টি	২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৯ নং ওয়ার্ডের মোট ৪৩টি হোটেল-রেষ্টুরেন্ট, মিষ্টির দোকান ও অন্যান্য খাবার সরবরাহকারীর দোকানে মনিটরিং করা হয়েছে।
	পরিদর্শন করা হয়েছে এমন সরবরাহকারীদের মোট সংখ্যা	৪৭৫ টি	১৯ নং ওয়ার্ডের মোট ৪৩টি হোটেল-রেষ্টুরেন্ট, মিষ্টির দোকান ও অন্যান্য খাবার সরবরাহকারীর দোকানে পরিদর্শন করা হয়েছে।
মেডিক্যাল চেকআপ	মেডিক্যাল চেক আপ করা হয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২,৭০১১৮ জন	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল প্রাইমারী স্কুলের মোট ১,৩১,১১৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে।
মশক নিয়ন্ত্রণ	মোট এলাকা (বর্গ কি:মি:) যা স্প্রে করা হয়েছে	১৫৫ বর্গ কি:মি	সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩৩ টি ওয়ার্ডে ১৫৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় মশক নিধনে স্প্রে করা হয়েছে।
কসাইখানা	মোট কসাইখানা পরিদর্শনের সংখ্যা	০৪ টি	০৪ টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন থাকলে তার ব্যাখ্যা প্রদান

১.	
২.	
৩.	

৭.৬ সমাজকল্যান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

(১) প্রধান সেবাসমূহ

প্রধান সেবাসমূহ	বিবরণ
দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা	এরকম কোন আশ্রয় কেন্দ্র সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয় না, তবে এতিম ও বিধবাদের ০৩ মাস অন্তর- ৩,০০০/- টাকা করে দেয়া হয়।
কর্পোরেশনের নিজ খরচে নগরীতে দু:স্থ এবং পরিচয়হীন মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা;	৯৫ জন
ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা;	ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ওয়ার্ড পর্যায়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি তথা অববিহতকরণ সভা পরিচালনা করা হয়।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবা	সূচক ও অর্জনসমূহ		
	সূচক	অর্থবছর ২০১৯/২০২০	অর্থবছর ২০২০/২০২১
দরিদ্র ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করা	নি:স্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহ করার সংখ্যা	৯০ জন	৯৫ জন
পাঠাগার	ব্যবহারকারীর সংখ্যা	১৬	৪৮ জন (শুধুমাত্র দাপ্তরিক)
দু:স্থদের জন্য সহায়তা	উপকারভোগীর সংখ্যা	২৭০	৩০০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ০৩ মাস অন্তর- ৩,০০০/- টাকা করে দেয়া হয়েছে।

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	পূর্ববর্তী বছরে তথা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২৭০ জন এতিম ও বিধবাদের টাকা দেয়া হতো । ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩০০ জন এতিম ও বিধবাদের ৩ মাস অন্তর ৩০০০/- টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে।
২.	২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৯৫ জন নি:স্ব ব্যক্তি এবং বেওয়ারিশ ব্যক্তির মৃতদেহ দাফন ও দাহ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০ জন
৩.	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, তথা অবহিতকরণ সভা পরিচালনা হওয়ায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

অধ্যায় ৮. প্রশাসনিক উন্নতিকরণ

৮.১ লক্ষিত কাজসমূহ, উদ্দেশ্য এবং ফলাফল

(১.১) কার্য প্রক্রিয়া উন্নতিকরণ

নর্দমা মনিটরিং বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর ২০২০-২০২১

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	৮. পানিসরবরাহ
	কার্যাবলী -২	নর্দমা
	কার্যাবলী-৩	৮.৭ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন নগরীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া নর্দমা গুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিষ্কার রাখিবে।

লক্ষিত কাজ:

সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, এসসিসি এবং নাগরিকদেরকে কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা

২. পাড়া ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করা

৩. নর্দমা সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য একজন অফিসার/ CISC -কে দায়িত্ব প্রদান করা

৪. নর্দমার বিষয়ে অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরিচ্ছন্নকর্মীদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য কনজারভেন্সী বিভাগে একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা

৫. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কনজারভেন্সী সুপারইজারকে দায়িত্ব প্রদান করা

৬. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন, বিতরণ এবং প্রদর্শন করা

৭.কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা (স্কুল,মাদ্রাসা, মসজিদ, ক্লাব, সিবিওস ইত্যাদি বছরে দু'বার)

৮. বাজার কমিটি, বাজার মালিক সমিতি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সাথে সভা করা

৯. স্কুল ও কলেজ ভিত্তিক প্রচারণা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা

১০. ডব্লিউএলসিসি'র ত্রৈমাসিক সভায় নর্দমা পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা বিষয় আলোচনা করা এবং কনজারভেন্সী বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে এবিষয়ে রিপোর্ট করা

১১. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) তার ত্রৈমাসিক সভায় অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা এবং অভিযোগ সংক্রান্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে)

১২. এ আর সি'র অন্তত দুটো সভায় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা

১৩. সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় মূল্যায়ন ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা

১৪. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সাধারণ সভায় জমা দেয়া।

উদ্দেশ্য:নর্দমা নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. (১। সম্পূর্ণরুপে বদ্ধ ২। মাঝে মাঝে বদ্ধ ৩। পানি প্রবহমান ৪। পরিষ্কার ৫। খুব পরিস্কার।	১-১ সমস্ত নর্দমার সুচক ৪ (পরিস্কার) এর অধিক স্তরে থাকবে।	১-১ নর্দমা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২. অভিযোগ নিস্পত্তির হার ৮০%	২-১: ৮০% অভিযোগ যথাসময়ে নিস্পত্তি হয়েছে।	

(১.২) রাস্তা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা অর্থবছর-২০২০-২০২১

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১. জনস্বাস্থ্য
	কার্যাবলী -২	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং এর ব্যবস্থাপনা
	কার্যাবলী -৩	১.৬ কর্পোরেশন নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলিবার পাত্র বা অন্যবিধ আধারের ব্যবস্থা করিবে এবং যেখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হইবে, কর্পোরেশন সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ী ঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাহাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবে।

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, এসসিসি এবং নাগরিকদেরকে কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা

২. পাড়া ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করা

৩. রাস্তা এবং ডাস্টবিন পরিস্কার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য একজন অফিসার / সিআইএসসি কে দায়িত্ব প্রদান করা

৪. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কনজারভেন্সী সুপারইজারকে দায়িত্ব প্রদান করা

৫. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন, বিতরণ এবং প্রদর্শন করা

৬. কমিউনিটি অংশগ্রহণের জন্য "সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান" কর্মসূচির আয়োজন করা বছরে দুইবার +(স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ক্লাব ইত্যাদি)

৭. বাজার কমিটি, বাজার মালিক সমিতি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করা

৮. স্কুল, কলেজ ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রচারণা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা

৯. ডব্লিউএলসিসি'র ত্রৈমাসিক সভায় রাস্তা ও ডাস্টবিন পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা বিষয় আলোচনা করা এবং কনজারভেন্সী বিভাগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে এবিষয়ে রিপোর্ট করা

১০. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) অভিযোগ সংক্রান্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে) এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট সাধারণ সভায় জমা দিতে হবে

১১. সিআইএসসি অভিযোগ এর রেকর্ড রাখবে এবং কনজারভেন্সী বিভাগকে অবহিত করবে

১২. এ আর সি'র ত্রৈমাসিক সভায় কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা

১৩. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে

১৪. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সাধারণ সভায় জমা দেয়া

উদ্দেশ্য: রাস্তা নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৫ স্তর মূল্যায়ন (১। অত্যন্ত নোংরা ২। নোংরা ৩। গ্রহণযোগ্য ৪। পরিষ্কার ৫।খুব পরিষ্কার	১-১ সমস্ত রাস্তা সুচক ৪ (পরিস্কার) এর অধিক স্তরে রাখা	১-১ রাস্তা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
২. অভিযোগ নিস্পত্তির হার	২-১৯০% অভিযোগ যথাসময়ে নিস্পত্তি হয়েছে	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে স্থাপিত অভিযোগ বাক্সের মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং জনসাধারণ হতে প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগ সমূহ অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তার (অনিক) যতদ্রুত সম্ভব নিস্পত্তি

		করা হয়।

(১.৩) কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ

গণশৌচাগার বিষয়ক কার্যপ্রক্রিয়া উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর- ২০২০-২০২১

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১. জনস্বাস্থ্য
	কার্যাবলী -২	পায়খানা ও প্রস্রাব খানা
	কার্যাবলী-৩	১.৮ কর্পোরেশন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক পায়খানা এবং প্রস্রাব খানার ব্যবস্থা করিবে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিবে

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

[মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা]

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) এবং নাগরিকদেরকে কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা

২. লক্ষিত গণশৌচাগার এর নামফলক ও ক্রমিক নাম্বার দেয়া

৩. গণ শৌচাগার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য একজন অফিসার / সিআইএসসি কে দায়িত্ব প্রদান করা

৪. সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মীকে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা

৫. আইইসি (ইনফরমেশন, এডুকেশন এবং কমিউনিকেশন) উপকরণ প্রণয়ন এবং প্রদর্শন করা

৬. কমিউনিটি অংশগ্রহণের জন্য "সচেতনতা মূলক প্রচারাভিযান" কর্মসূচির আয়োজন করা (স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, ক্লাব ইত্যাদি বছরে দুইবার)

৭. কমিউনিটি/ডব্লিউএলসিসি তাদের ত্রৈমাসিক সভায় পাবলিক টয়লেট এর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করবে এবং কনজারভেন্সী বিভাকে রিপোর্ট করবে

৮. স্থায়ী কমিটি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) অভিযোগ এবং কাজের রেকর্ড মনিটর করবে (টিম স্থায়ী কমিটিকে রিপোর্ট করবে)

৯. সিআইএসসি অভিযোগ এর রেকর্ড রাখবে এবং সে অনুযায়ী কনজারভেন্সী বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে

১০. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি তার ত্রৈমাসিক সভায় কাজের অগ্রগতি ও ফলাফল মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে

১১. কাজের অগ্রগতি এবং মূল্যায়নের উপর এআরসি কর্তৃক বছরে অন্তত দুবার পর্যালোচনা সভা /কর্মশালা পরিচালনা করা

১২. মূল্যায়ন রিপোর্ট সাধারণ সভায় আলোচনা করা

১৩. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে

[ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তি সংশোধন করা]

১. ইজারাগ্রহীতার সাথে চুক্তি সংশোধনের জন্য কাজ করতে বাজার শাখার একজন অথবা দুইজন কর্মকর্তাকে WIT হিসেবে নিযুক্ত করবে

২. বর্তমান চুক্তির দলিলপত্র পর্যালোচনা করা এবং সংশোধনের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা

৩. চুক্তির দলিলপত্র পর্যালোচনার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা

৪. পরিকল্পনা অনুসারে সংশোধিত চুক্তির দলিলপত্রের খসড়া প্রস্তুত করা

৫. বর্তমান এবং সম্ভাব্য ইজারাগ্রহীতার নিকট থেকে মতামত নেওয়ার জন্য সভার আয়োজন করা

৬. সংশোধিত খসড়া চুক্তির দলিলপত্রাদিতে গুরুত্বপূর্ণ মতামতসমূহ সন্নিবেশ/প্রতিফলন করা

৭. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে চুক্তির দলিলপত্রাদির অনুমোদন নেওয়া

উদ্দেশ্য:
গণশৌচাগারগুলো নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিক কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অভিযোগ সিটিকর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ।

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৫ স্তর মূল্যায়ন (১। অত্যন্ত নোংরা ২। নোংরা ৩। গ্রহণযোগ্য ৪। পরিষ্কার ৫। খুব পরিষ্কার)	১-১সকল গণ শৌচাগার ৪। (পরিস্কার) এর অধিক পর্যায়ে রাখা	সিটি কর্পোরেশন, ইজারা গ্রহীতা এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণ শৌচাগার সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ অভিযোগের দ্রুত প্রতিকার এবং কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
২.অভিযোগ প্রতিকার এর হার	২-১: ৯৫% অভিযোগ যথাসময়ে প্রতিকার করা	রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ৯০% অভিযোগ যথাসময়ে প্রতিকার করা হয়েছে।

(২) কর ব্যবস্থাপনা

লক্ষিত কাজঃ
১। কর আদায়, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পর্যবেক্ষণ
২। রাজস্ব বিভাগ দ্বারা সংগ্রহ
৩। প্রতিটি ওয়ার্ডে মাসিক এবং ত্রৈমাসিক রিপোর্টিং (যথাযথ নির্ভুলতা চেক করা সহ)
৪। স্থায়ী কমিটি ও কর্পোরেশন (সাধারন সভায়) ত্রৈমাসিক ওয়ার্ড ভিত্তিক তদারকি
৫। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর প্রচার
৬। পোস্টারের মতো উপাদান নিয়ে আইইসি (তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ) এর প্রস্তুতি
৭। ডব্লিউ এলসিসি সভাঃ আইইসি উপকরণ গুলো প্রচার, ওয়ার্ড ভিত্তিক সংগ্রহের পর্যালোচনা, কর্মপরিকল্পনা (বছরে কমপক্ষে দুইবার)
৮। দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর) সময় সিসি এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক কর সংগ্রহ অভিযান
৯। সিএসসিসির সভাগুলো (বছরে দুইবার) ডব্লিউএলসিসি ও সিসি স্তরের কাজগুলো সম্পর্কে অবহিত করা
১০। স্থায়ী কমিটি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক নীতিগত আলোচনা (সাধারন সভা)
১১। নতুন সংহত অঞ্চল (অসংগ্রহের ক্ষেত্র) থেকে ট্যাক্স আদায়ের বিষয়ে আলোচনা
১২। আইনি কাঠামোর মধ্যে নির্ধারিত করের (কঞ্জারভেন্সি, সড়কবাতি এবং পানি সরবরাহ) হার বাড়ানো

উদ্দেশ্য:
১। পর্যায়ক্রমে এবং নিয়মিত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ এবং সংশোধনমূলক কাজের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স থেকে আয় বৃদ্ধি করা।
২। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে সাধারন কর, নির্ধারিত কর অন্যান্য আয়ের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে রাজস্ব পরিচালনার উন্নতি করা।
৩। ওয়ার্ড ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১। কর আদায়ের পর্যায় ক্রমিক ও নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ ২। কর আদায়ের দক্ষতা (পরিকল্পিত পরিমানের তুলনায় সংগৃহীত করের পরিমানের শতাংশ) বৃদ্ধি পায়।	আগামী দুই অর্থবছরে পুরোপুরি বাস্তবায়নকরা।	ওয়ার্ড ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন, নির্ধারিত করের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট
৩. রাজস্ব আদায় বাজেট বাস্তবায়নের প্রস্তুত কৃত মাসিক প্রতিবেদন গুলো করের অ্যাকাউন্ট এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক করে। ৩।স্থায়ী কমিটির মিটিং নোট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী	করের অ্যাকাউন্ট এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক করা।	রাজস্ব আদায় বাজেট বাস্তবায়নের প্রস্তুত কৃত মাসিক প্রতিবেদন গুলো

		করের অ্যাকাউন্ট এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যয়কে পৃথক

৩) বাজেট ব্যবস্থাপনা

লক্ষিত কাজ

১। খসড়া বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ

২। স্থায়ী কমিটি এবং কর্পোরেশন সভায় আর্থিক বিবরণী পুনঃমূল্যায়ন এবং আলোচনা

৩। ওয়েবসাইটে আর্থিক বিবরণী প্রকাশ (সিএসসিসির সাথে মিটিং) এবং এলজিডিতে জমাদান

৪। সিইও এবং মেয়রদের দ্বারা স্বতন্ত্র ব্যয়ের প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং অনুমোদন

৫। এক্সেলে মনিটরিং ফর্মগুলোতে প্রতিটি আইটেমের মাসিক প্রকৃত অর্থপ্রাপ্তি এবং প্রদান প্রবেশকরণ

৬। ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনগুলো বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুতকরণ এবং সিএসসিসির সাথে আলোচনা করা

৭। বাজেট, আর্থিক প্রক্ষেপণ এবং আর্থিক বিবরণী ফরম্যাটের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা

৮। আর্থিক প্রক্ষেপণ পরিচালনা

৯। কর্পোরেশন কর্তৃক পরবর্তী বছরের বাজেটের জন্য আর্থিক প্রক্ষেপণ, কৌশলগত বাজেট প্রণয়ন/আপডেট এবং পর্যালোচনা।

১০। মার্চ মাসে আর্থিক প্রক্ষেপণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

১১। বিভাগগুলো কর্তৃক সফল অর্থবছরের প্রাপ্তি এবং প্রদানের অনুমান

১২। বিভাগগুলো এবং স্থায়ী কমিটির সাথে হিসাব বিভাগ আলোচনা করে

১৩। সিএসসিসির সাথে আলোচনা, কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন, জনসাধারনের জন্য বাজেট সহজলভ্য করা

উদ্দেশ্য:

বাজেটের বৈচিত্র্য হ্রাস করতে এবং রিপোর্টিং ও পর্যবেক্ষণ বাড়ানোর জন্য নতুন বাজেটিং ফর্ম চালুকরণ

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. অতিরিক্ত ব্যয় মোট কার্যকরকরনের হার	১-১ বর্ধিত পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে বাজেটের বৈষম্য ১৫% হ্রাস পেয়েছে (অর্থ প্রদানের পরিমান পরিকল্পিত বাজেটের ১২০ শতাংশের বেশি হবেনা)	১-১ রিপোর্টের নতুনসেটের সাথে নতুন বাজেটের ডকুমেন্ট।
২.তফসিল অনুযায়ী বাজেটের নথি এবং রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে।	সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব আকাউন্টের জন্য বাস্তবায়িত	সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

(৪) নাগরিক সম্পৃক্তকরণ: সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল রচনা প্রতিযোগিতামূলক কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. স্কুল ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য পর্যালোচনা কমিটি গঠন

২.ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম কর্মপরিকল্পনা নিয়ে পর্যালোচনা কমিটি, ডব্লিউ এল সিসি, সিএস সিসি এবং সাধারণ সভায় মতবনিমিয় করা এবং আলোচনা করা

৩. ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম সাধারণ উপলব্ধি/ বোঝাপড়া এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মেয়র ও কাউন্সিলরদের সাথে প্রাথমিকভাবে কর্মশালার আয়োজন করবে

৪. রচনা প্রতিযোগিতা কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় উপকণসমূহ তৈরী করা (থিম নির্বাচন এবং প্রতিযোগিতার মাপকাঠি, স্কোরিং মানদন্ড, পুরস্কার প্রদান, ঘোষণা পদ্ধতি, গণমাধ্যমের মত বিষয়সমূহ যেমন সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, রেডিও, এসএমএস, এসএনএস, সিসি ওয়েবসাইটের বার্তা)

৫. সিএসসিসি এবং সিসি সাধারণ সভা রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ক কর্মসূচির পর্যালোচনাপূর্বক, মন্তব্য এবং সুপারিশ প্রদান করবেন।

৬. ডব্লিউআইটি লক্ষিত স্কুল সমূহে রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক সভার আয়োজন করবে .

৭. লক্ষিত স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রচনা সংগ্রহ করা এবং তা সিসি'র কাছে জমা দেয়া

৮. রচনা পর্যালোচনা কমিটি রচনাবলী পরীক্ষা করবে এবং ডব্লিউআইটি র কাছে স্কোর জমা দিবে

৯. ডব্লিউআইটি রচনার স্কোরসমূহ একত্রীকরণ করবে এবং ফিডব্যাক গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি, সিএসসিসি এবং ডব্লিউএলসিসি'র সাথে শেয়ার করবে

১০. সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বিজয়ী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করবে

১১.গণমাধ্যম, সিসি ওয়েবসাইট, এসএনএস ইত্যাদির মাধ্যমে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম এবং রচনাসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা করা

১২.ডব্লিউআইটি মূল্যায়ন ফর্মের উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনা কর্মশালা পরিচালনা করবে

১৩. স্থায়ী কমিটি মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে

১৪.ডব্লিউআইটি সিসি সাধারণ সভায় মূল্যায়ন রিপোর্ট জমা দিবে

১৫. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং সিসি সাধারণ সভায় জমা।

উদ্দেশ্য: ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. নির্বাচিত রচনা প্রতিযোগিতা নাগরিক সচেতনতার দৃষ্টান্তমূলক বহি:প্রকাশ এবং লেখককে সিসি পুরস্কার প্রদান করা হবে	সি.সি. সাধারণ সভায় ৩ টি সেরা নিবন্ধ নির্বাচিত করে অনুমোদন দেয়া হবে এবং সি.সি. পুরস্কারসমূহ এই অর্থবছরে প্রদান করা হবে।	ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় জন পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছিল
২. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার ৮০%	প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা হার ৮০% ছিল

(৫) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

লক্ষিত কাজ / সিটি কর্পোরেশন আইনে উল্লিখিত কাজ সমূহ	কার্যাবলী -১	১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি
	কার্যাবলী -২	খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত ১১.১. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা-
	কার্যাবলী-৩	(ক) লাইসেন্স ব্যতীত কোন স্থান বা ঘরবাড়িতে কোন নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

লক্ষিত কাজ:

সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কাউন্সিলর, রেষ্টুরেন্ট মালিক/ব্যবসায়ী/নাগরিকদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা;

২. নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এবং ২০১৮ সালে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রবিধানের আলোকে ভেজাল খাদ্য বিষয়ক মনিটরিং ও পরিদর্শনের পদ্ধতি ও শিডিউল পর্যালোচনা করা এবং নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য চেকলিষ্ট তৈরী করা

৩. ১৯ নং ওয়ার্ডের খাদ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী দোকানপাট জরিপ করা এবং এর মধ্য থেকে মনিটরিং এর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের দোকান পাট নির্ধারণ করা

৪. কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থায়ী কমিটির সদস্যদের জন্য নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা

৫. কার্যকর মনিটরিং এর জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়াডের ডাব্লুএলসিসি কমিটি ও এর সদস্যদের জন্য ভেজাল খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা

৬. রেষ্টুরেন্ট মালিক ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মশালার

আয়োজন করা (প্রতিব্যাচে ১০-১৫ জন করে)
৭. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক মাইকিং করা (বছরে ৪ বার)
৮. নিদিষ্ট পদ্ধতি ও শিডিউলের আলোকে ভেজাল খাদ্য (শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ-মাংস, পানীয় দ্রব্যাদি ইত্যাদি) বিষয়ক নিয়মিত মনিটরিং ও পরিদর্শন করা
৯. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণের জন্য (কর্মকর্তা/সিআইএসসি) কর্মকর্তা/কর্মচারী নিযুক্ত করা
১০. ভেজাল খাদ্য বিষয়ে নাগরিক অভিযোগ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে স্বাস্থ্য বিভাগে একজন স্যানিটারী পরিদর্শক নিযুক্ত করা অথবা মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে একই কাজের জন্য নির্ধারিত এলাকা পরিদর্শন করা
১১. আইইসি উপকরণ তৈরী ও প্রদর্শন করা
১২. নাগরিক সম্পৃক্তকরণের জন্য সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করা (বছরে ২ বার)
১৩. সিবিও ও ডব্লিউ এলসিসি (ওয়ার্ডনং-১৯) মনিটরিং কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় (বছরে ৪ বার) উপস্থাপন করবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগ কেরি পোর্ট করবে।
১৪. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি কার্যক্রমের মনিটরিং করবে (ডব্লিউ আইটি স্থায়ী কমিটি কেরিপোর্ট করবে)
১৫. মো: কাইয়ুম, স্যানিটারী পরিদর্শককে নিয়োগ করা এবং স্বাস্থ্য বিভাগ এ সংক্রান্ত অভিযোগ ও গৃহীত পদক্ষেপ এর রেকর্ড সংরক্ষণ করবে
১৬. মূল্যায়ন ফর্ম এর আলোকে পর্যালোচনা কর্মশালার আয়োজন করা
১৭. এ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা করবে এবং চূড়ান্তকরণের জন্য মতামত ও সুপারিশ প্রদান করবে।
১৮. এ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় মূল্যায়ন ফলাফলের রিপোর্ট পেশ করবে।
১৯. পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় পেশ করা
*মনিটরিং: খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সরবরাহকারীদের দোকান, প্রকৃত অবস্থা, বিক্রয় ইত্যাদি দেখা
*পরিদর্শন: খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির অবস্থা ও মেয়াদ দেখা, খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাগারে পাঠানো, ইত্যাদি তথা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

উদ্দেশ্য:
খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির নিয়মিত পরিদর্শনের সিষ্টেম প্রতিষ্ঠা করা, সক্রিয় নাগরিক মনিটরিং এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে নাগরিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. ৪৩ সংখ্যক খাদ্য সরবরাহকারী মনিটরিং ও পরিদর্শন করা হয়েছে ২. ভেজাল খাদ্য বিষয়ক ০২টি নাগরিক কর্তৃক অভিযোগ ৩. ভেজাল খাদ্য বিষয়ক ০২টি নাগরিক কর্তৃক অভিযোগ সময়মত নিষ্পত্তি করা হয়েছে	১. মনিটরিং ও পরিদর্শনকৃত খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সরবরাহকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি ১ থেকে ২ (দ্বিগুণ) ২.নাগরিক কর্তৃক ভেজাল খাদ্য বিষয়ক অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি ১ থেকে ২ (দ্বিগুণ) ৩. নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তির হার	১-১ নর্দমা বিষয়ে অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য নাগরিক এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
২. অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০%	২-১: ১০০% অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তি হয়েছে।	১০০% অভিযোগ যথাসময়ে নিষ্পত্তি হয়েছে।

লক্ষ্যভূক্ত এলাকা	ওয়ার্ড নং ১৯ সুতাপীর বাজার, জলকর মোড়, মেডিক্যাল পূর্ব গেইট, রাধাভল্লব মোড়, পাকার মাথা বাজার	সরবরাহকারীর সংখ্যা	সরবরাহকারী সম্পর্কে/ মোট দোকানপাটের সংখ্যা ৪৩টি

(৫) আইনি উপকরণ (প্রবিধান এবং উপ-আইন)

লক্ষিত কাজ

১. সিসি সাধারণ সভায় প্রবিধান প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব, আইন কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্র্যাট, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি করিগরি কমিটি গঠন করবে। একই সভায় বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি যেন খসড়া প্রণয়নের সময় মতামত প্রদান করে সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ও তাদেরকে দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে।

২. কারিগরি কমিটি এলজিডি কর্তৃক প্রেরিত মডেল প্রবিধানটি পর্যালোচনা করে সিসি'র জন্য প্রবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে, এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে (যদি থাকে) মতামতের জন্য দাখিল করবে।

৩. কারিগরি কমিটি মডেল প্রবিধানের ভিত্তিতে একটি খসড়া প্রবিধান প্রণয়ন করবে।

৪. করিগরি কমিটি খসড়া প্রবিধানটির পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতভাবে সভার আয়োজন করবে।

৫. কারিগরি কমিটি খসড়া প্রবিধানটি (২য় খসড়া) সিসি'র সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য দাখিল করবে।

৬. সিসি'র সাধারণ সভা প্রবিধানটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন প্রদান করবে।

৭. কারিগরি কমিটি চূড়ান্ত প্রবিধানটি প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা, ভেটিং ও প্রজ্ঞাপনের জন্য এলজিডি'র নিকট প্রেরণ করবে।

৮. কারিগরি কমিটি প্রবিধান প্রণয়নের সময় অনুষ্ঠিত প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী শিক্ষণীয় বিষয় (যদি থাকে) উল্লেখসহ লিপিবদ্ধ করে রাখবে।

উদ্দেশ্য: ১. স্থায়ী কমিটি বিষয়ক প্রবিধান এবং অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার বিষয়ক প্রবিধান প্রণয়ন করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১. প্রবিধান প্রণয়ন শেষে এলজিডিতে প্রেরনের তারিখ	১-১ স্থায়ী কমিটি ও অভিযোগ বিয়ষক প্রবিধান প্রণয়ন করা ১-২	১-১ প্রবিধান দুটির চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ১-২

৮.২ সক্ষমতা উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১. সিডিইউ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা (প্রয়োজন হলে বাজেটসহ)
২. সাধারণ সভায় প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা পূর্বক (বাজেট সহ) তা অনুমোদন
৩.সিডিইউ সাধারণ সভাতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (ফর্ম্যাট এবং পদ্ধতি) উপর উপস্থাপনা প্রদান করবে
৪. সিডিইউ প্রতিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করার আগে প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রস্তুত করবে।
৫. সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি (যদি থাকে) বছরের প্রথমার্ধের প্রশিক্ষণ ফলাফল (ট্র্যাকিং শিট এবং মূল্যায়ন শিটের সারাংশ) পর্যালোচনা করবে।
৬. সিডিইউ প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন ফর্ম কম্পাইল করবে (অংশগ্রহণকারীরা মূল্যায়ন ফর্ম পূরণ করবে এবং সিডিইতে জমা দিবে)
৭. সিডিইউ ট্র্যাকিং শিটে প্রশিক্ষণের রেকর্ড রাখবে।
৮. সিডিইউ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয় পর্যালোচনা করবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সংশোধনের প্রস্তাব দিবে।
৯. সাধারণ সভায় প্রশিক্ষন পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশোধিত প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া এবংফরমেট নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং মতামত প্রদান করা হবে।
১০. সিডিডি পরবর্তী অর্থবছরের জন্য খসড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা উৎপাদন করে।
১১. সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি (যদি থাকে) বছরের দ্বিতীয়ার্ধের প্রশিক্ষণ ফলাফল (ট্র্যাকিং শিট এবং মূল্যায়ন শিটের সারাংশ) পর্যালোচনা করবে।
১২. সাধারণ সভা অত্র আর্থিক বছরের প্রশিক্ষণ ফলাফল প্রকাশ করবে এবং পরবর্তী অর্থবছরের জন্য খসড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবে।

উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সি.সি. কর্মকর্তা এবং কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ড রাখা এবং বার্ষিক প্রশিক্ষন সমূহ একত্রিতকরনের পদ্ধতি প্রণয়ন করা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
(১)প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিয়ে ট্র্যাকিং শীট নিয়মিত আপডেট করণ	"(১) প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ সিডিইউ এর কাছে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন শীট জমা দিবে (২)প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন সঠিকভাবে ট্র্যাকিং শীটে প্রতিফলিত হবে ।	প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং ফলাফল সমূহ সিসি সাধারণ সভায় (জিএম) উপস্থাপন করা হয়
(২) একটি বার্ষিক একত্রীকরণ শীট প্রস্তুত করা এবং তা সিসি সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা	(২) সি.সি. সাধারণ সভায় (জুন মাসে) বার্ষিক একত্রীকরণ শিট উপস্থাপন করা হবে।	

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণের তালিকা

ক্রম	বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা	প্রশিক্ষণ অর্জন			
	প্রশিক্ষণ শিরোনাম (প্রশিক্ষণ প্রদানকারী)	শুরুর তারিখ (দিন/মাস/বছর)	মোট দিন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
				কর্মকর্তা/ কর্মচারী	নির্বাচিত প্রতিনিধি
১	Legal Refreshers প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১৭/১১/২০২০	১	১৫	৪৫
২	প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা	২০/০১/২০২১	০২	১	
৩	বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা	২৮/০১/২০২১	১	২	
৪	বন্যা প্রস্তুতিকর্মসূচী ও ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী কর্মশালা	০৩/০২/২০২১	১	১	
৫	স্থায়া কমিটি প্রবিধান, ২০২০ বিষয়ে পর্যালোচনা	০৯/০২/২০২১	১	২	
৬	জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনের উপর প্রভাব সংক্রান্ত	০৭/১০/২০২০	৪	১	

৯. কর্পোরেশন এবং কমিটির সভা

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ
০৪/১০/২০২১ইং, সোমবার,	আলোচ্য বিষয় নং- ১। গত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত পঠন ও অনুমোদনকরণ।	সিদ্ধান্ত-১: গত ৩০/০৬/২০২১ তারিখের মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২। বসতবাড়ী/ বাণিজ্যিক ভবনের নীল নক্সা অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-২: উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ১৮১ পর্যন্ত নীল নক্সা সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো
	আলোচ্য বিষয় নং- ৩। নগর ভবন নির্মাণের নিমিত্ত তফশীল- মৌজা- রাধাবল্লভ, জে এল নং-৯২, সাবেক দাগ নং- ২৭৪৬, ডিপি দাগ নং- ১২৭১০, ডিপি খতিয়ান-৫০৯৩, জমির পরিমান-৫২ শতক জমি অধিগ্রহন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-৩: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত তফশীলভ, ক্ত জমি অধিগ্রহনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়এবং প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৪। সিটি কর্পোরেশনাধীন ১৯ নং ওয়ার্ড এর বাংলাদেশ ব্যাংক মোড়স্থ কাউন্সিলর অফিস ঘর নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-৪: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন যে, যেহেতু উক্ত জমি সিটি কর্পোরেশনের সেহেতু উক্ত জমিতে অফিস ঘর নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৫। ২৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর সুপারিশ ও প্রস্তাব অনুযায়ী মাহীগঞ্জ বাজারে পরিত্যক্ত/ বেদখলকৃত জায়গা বরাদ্দ প্রদান বিষয়ে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-৫: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে পূর্বের অবৈধ জায়গায় স্থাপিত অবকাঠামো উচ্ছেদ করে উক্ত জায়গা বরাদ্দ প্রদান করণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৬। লালবাগ বাজার দোকান মালিক সমিতির অফিস কক্ষের জন্য আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-৬: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত জমির পরিমাপ গ্রহণ পূর্বক অফিস কক্ষের জন্য বরাদ্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৭। মনোহর বাজারে নাইট গার্ড নিয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-৭: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন যে পরবর্তিতে প্রয়োজন সাপেক্ষে গার্ড নিয়োগ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- ৮। মুহাম্মদ আলী, গ্রাম- তাতীপাড়া, ওয়ার্ড নং-২৪ এর আর্থিক সাহায্যে প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-৮: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন আর্থিক বিষয়টি মেয়র মহোদয় দেখবেন এ বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ৯। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও প্রাক্কলন অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-৯: ঃ উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ১০৪ পর্যন্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ প্রাক্কলনসহ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২২। বিবিধ	
	আলোচ্য বিষয় নং ক) অত্র সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত- কঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে তত্ত¡াবধায়ক প্রকৌশলীর নিকট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন CGP কাজের ৩৪টি প্যাকেজের কাজ চলছে এবং ১৮টি প্যাকেজের কাজ সম্পূর্ন হয়েছে বাকী কাজগুলো ডিসেম্বর নাগাদ সমাপ্ত হবে। এছাড়া DPP এর ২১০ কোটি টাকার মধ্যে ৩১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে\ DPP এর ৩টি কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভারতীয় ২৫ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে। তত্তবধায়ক প্রকৌশলী আরও বলেন প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ৫০,০০,০০০/-(পঁঞ্চাশ লক্ষ) টাকার কার্যক্রম গ্রহন দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-খ: ১৭ নং ওয়ার্ডে ৭০০ মিটার ড্রেনের কাজ দ্রত সমাপ্ত করার আলোচনা। ।	সিদ্ধান্ত- খঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হন যে ১৭ নং ওয়ার্ডের ৭০০মিটার ড্রেনের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- গঃ ১১ নং ওয়ার্ডে তার উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে দ্রুত সমাপ্ত করার আলোচনা। ।	সিদ্ধান্ত-গঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হন যে ১১ নং ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ঘঃ আলোচ্য বিষয় নং দূর্গাপূজা উপলক্ষে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা। ।	সিদ্ধান্ত-ঘঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে সকল ওয়ার্ডে প্রতিটি দূর্গাপূজায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ঙঃ ২০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন ওয়ার্ড অফিসে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাসওয়ার্ড প্রদান প্রসঙ্গে।	সিদ্ধান্ত-ঙঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হন যে ওয়ার্ড অফিসে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পূনরায় পাসওয়ার্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- চঃ ২০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্যুভিনিয়র	সিদ্ধান্ত-চঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্যুভিনিয়র প্রকাশ করা এবং সেখানে মেয়রসহ সকল

	প্রকাশ করা প্রসঙ্গে।	কাউন্সিলরবৃন্দের ছবি ও বাণী প্রদান করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ছঃ ২০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন প্রতিটি ওয়ার্ডে ১৫টি বিধবা ভাতা প্রদান করা প্রসঙ্গে।	সিদ্ধান্ত-ছঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে পূর্বের ০৫ জন এবং বর্তমানে ১০জন সহ মোট ১৫জন বিধবা ভাতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- জঃ কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনালের পাশে মাছের আড়ৎ-এ এল আকৃতির ১টি ড্রেন নির্মাণ প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-জঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হন যে কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনালের পাশে মাছের আড়তে এল আকৃতির ১টি ড্রেন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ঝ) ০৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন অত্র কার্যালয়ের সিটি পুলিশদের দৈনিক টিফিন ভাতা ১০০/- (একশত) টাকা থেকে দৈনিক ২০০/-(দুইশত) টাকা পূনরায় চালুকরণ প্রসঙ্গে।	সিদ্ধান্তঃ ঝঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হন যে অত্রকার্যালয়ের সিটি পুলিশদের দৈনিক টিফিন ভাতা ১০০/-(একশত) টাকা থেকে দৈনিক ২০০/-(দুইশত) টাকা পূনরায় চালুকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ঞ) ক্রস চেক প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-ঞঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উল্লেখিত টাকার বিপরীদে ক্রস চেক প্রদান না করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ট) **China CAMC Engineering Co. Ltd** এর সাথে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের **Waste Water Treatment Plant Ges Solid waste managemen** স্থাপন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-টঃ সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত China CAMC Engineering Co. Ltd এর সাথে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের Waste Water Treatment Plant Ges Solid waste management Plant স্থাপনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ঠ) এটিএম বুথ স্থাপন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-ঠঃ সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের স্থাপনায় একটি কালেকশন বুথ স্থাপনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ড) নাছনিয়া বিল ৫% বৃদ্ধিতে পুনরায় ইজারা প্রদানের আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্তঃ) সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত নাছনিয়া বিল ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং ঢঃ- ৩১নং ওয়ার্ডের নাজির দিঘর দক্ষিণ পাড়ার জামালের বাড়ী হতে ঘাঘট নদী পর্যন্ত প্রথম লডে বিভিন্ন প্রজাতির ৪৮৭ টি গাছ এবং নাজির দিঘর মনিরের বাড়ী হতে দোলা পাড়া পর্যন্ত দ্বিতীয় লডে বিভিন্ন প্রজাতির ৩৮২টি গাছ যে অবস্থায় রয়েছে তা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা প্রসঙ্গে।	সিদ্ধান্ত-ঢঃ রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলমান থাকায় সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন উক্ত গাছগুলো বন ও পরিবেশ কমিটির অনুমোদন ছাড়াই নিলাম দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয় করার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	Av‡jvP¨ welq bs- Y): পুরাতন ভবনের মেয়র মহোদয়ের অফিস কক্ষে ০২টি একফেজ এসি সংযোগ প্রসঙ্গে।	সিদ্ধান্ত-ণঃ সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে পুরাতন ভবনের মেয়র মহোদয়ের অফিস কক্ষে ০২টি একফেজ এসি সংযোগ লাগানো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সভার তারিখঃ ১৩/০৩/২০২২ ইং রবিবার	আলোচ্য বিষয় নং- ১। গত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত পঠন ও অনুমোদনকরণ।	সিদ্ধান্ত-১: গত ০৪/১০/২০২১ তারিখের মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২। বসতবাড়ী/ বাণিজ্যিক ভবনের নীল নক্সা অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-২: উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ১৯০ পর্যন্ত নীল নক্সা সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৩। রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন মাহিগঞ্জ বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালটি পক্ষাঘাত গ্রস্তদের পূনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) প্রতিষ্ঠাতা হাসপাতালটি ৩৩ বছরের জন্য লীজ চেয়ে আবেদন করেছেন। হাসপাতালটি ২০ বছরের জন্য লীজ প্রদান এবং মাসিক ভাড়া নির্ধারনে ভিত্তিতে লীজ প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত- ৩: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনাধীন মাহিগঞ্জ বঙ্গবন্ধু হাসপাতালটি লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সুপারিশসহ পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৪। সিটি কর্পোরেশনাধীন ১৪২৮ বাংলা সনের টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে ১৪২৯ বাংলা সনের লালবাগ হাট, বুড়ির হাট, সিটি বাজার, কেল্লাবন্দ সিও বাজার, চকইসবপুর হাট, গোলাগঞ্জ হাট, ধাপ বাজার, চওড়াহাট, নিসবেতগঞ্জ হাট, সাহেবগঞ্জ হাট, সিটি বাজার সাইকেল ষ্ট্যান্ড, নজিরের হাট, নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়া ফল আড়ত ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা গ্রহনের আবেদন প্রসঙ্গে	সিদ্ধান্ত-৪: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন যে, নিসবেতগঞ্জ হাট টেন্ডারের মাধমে এবং অন্যান্য সব হাটগুলো ১০% বৃদ্ধিতে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচনা।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৫। সিটি কর্পোরেশনাধীন ১৪২৯ বাংলা সনের জন্য উত্তম হাজীর হাট, কেরানীর হাট, শ্রী সীতানাথ বনিক বিপনী বিতান বাজার, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার, চাঁদকুটি হাট, পিটিসি রোড আম আড়ত টার্মিনাল, লালবাগ হাট, সাইকেল ষ্ট্যান্ড, ট্রাক টার্মিনাল বাবুখাঁ, ঠিকাদার পাড়া ব্যবসায়ী সমিতি সংলগ্ন গণশৌচাগার, মাহিগঞ্জ পাইকারী বাজার গণশৌচাগার ১৪২৮ বাংলা সনের টাকা অপরিশোধ থাকায় ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-৫: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে যেসব হাটের ইজারার টাকা অপরিশোধিত রয়েছে সেগুলো টেন্ডারের মাধ্যমে করার জন্য এবং সার্টিফিকেট মামলা করার জন্য সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৬। আশরতপুর চকবাজার মার্কেটের প্রথম তলার ছাদ টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বরাদ্দ প্রদান অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-৬: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত মার্কেটের প্রথম তলার ছাদ টেন্ডারের মাধ্যমে দেয়ার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৭। জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, কাউন্সিলর,ওয়ার্ড নং-২০ এর উন্নত চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-০৭: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন আর্থিক বিষয়টি সম্পূর্ণ মেয়র মহোদয় এখতিয়ার এ বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৮। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অবসরকালীন পেনশন ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-০৮ সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে পেনশন প্রথা চালু করণের সিদ্ধান্ত সর্বস্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ০৯। সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত তিনটি স্যাটেলাইট প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের মাসিক বেতন বৃদ্ধির আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-০৯: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত শিক্ষকদের মাসিক ৫,০০০/- (পাঁচ) হাজার টাকা করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১০। শেখ রাসেল ডিজিটাল লাইব্রেরীর জন্য মুল ভবনের ৩য় তলায় অবস্থিত ৩১৬নং কক্ষটি বরাদ্দের আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত-১০: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল লাইব্রেরীর বরাদ্দের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১১। মির্জা মোঃ এনামুল হক, সহকারী সিনিয়র শিক্ষক, সেনপাড়া সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় এর আর্থিক সমস্যার কারণে অবসর পরবর্তী সময়ের	সিদ্ধান্ত-১১: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত শিক্ষককে ১৫,০০০০/- (পনের হাজার) টাকা বেতনে চুক্তিভিত্তিক চাকুরী প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	চুক্তিভিত্তিক চাকুরী প্রদান করণ প্রসঙ্গে আলোচনা।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ১২। মোঃ রুহল কুদ্দুস মিয়া, অধ্যক্ষ, ময়নাকুটি সিনিয়র (আলিম) মাদ্রাসা এর আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্তঃ ১২: সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত মাদ্রাসার আর্থিক সাহায্য প্রদান না করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৩। রংপুর সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ৪টি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের উৎসব ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্তঃ১৩- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীদের উৎসব ভাতা প্রদান না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৪। কেরানীপাড়া জামতলা জামে মসজিদে আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্তঃ১৪- সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে ০৩ (তিন) জনের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটি নিম্নরুপঃ ১) জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, মেয়র (আহবায়ক), জনাব মোঃ রুহুল আমিন মিঞা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সদস্য)), জনাব মোঃ মুনতাসির শামিম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৮,(সদস্য) এবং জনাব মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম, সংরক্ষিত আসন নং-০৭ (সদস্য) উক্ত কমিটি এ বিষয়টি দেখাশুনা করার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৫। ২৯নং ওয়ার্ডস্থ মাহিগঞ্জে শ্রী শ্রী পরেশনাথ মন্দিরের আর্থিক সাহায্য প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্তঃ১৫- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত মন্দিরে আর্থিক সাহায্য প্রদান না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৬। মরহম আব্দুস সোবহান, এ্যাডভোকেট প্রাক্তন আইন উপদেষ্টা রংপুর সিটি কর্পোরেশন এর মাহিগঞ্জ কেন্দ্রীয় কবরস্থানের কবর পাকা করণ প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্তঃ১৬- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন সিটি কর্পোরেশনে নির্দিষ্ট ফি জমা পূর্বক কবর পাকা করণের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৭। নূর-ই-মদিনা জামে মসজিদ নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত ১৭- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত মাদ্রাসার আর্থিক সাহায্য প্রদান না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৮। হুমায়ুন কবীর মানিক, সাধারণ সম্পাদক, সিটি প্রেস ক্লাব, রংপুর এর আবেদনের প্রেক্ষিতে জাহাজ	সিদ্ধান্ত ১৮- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন পূর্বে যে জাহাজ কোম্পানী মোড়' র আছে সেটি রাখার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	কোম্পানী মোড়' র নাম পরিবর্তন করে মোনাজাত উদ্দিন চত্বর হিসাবে ঘোষণা করণ প্রসঙ্গে আলোচনা।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ১৯। মিস্ত্রিপাড়া সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় এর বাংলা শিক্ষক অবসরে যাওয়ায় শিক্ষক সংকট দূরীকরনের জন্য সাময়িক ভাবে মোছাঃ সাহিদা বেগমকে নিয়োগ ও তার সম্মানি সিটি কর্পোরেশন হতে প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত ১৯- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রদান না করার এ বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২০। মোঃ শাহজাহান আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মানি ভাতার জন্য আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত ২০- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন সব মুক্তিযোদ্ধাকে প্রতিমাসে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা প্রদানের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২১। মোঃ সাজেদ হোসেন তাতা, অধ্যক্ষ, রংপুর আইন কলেজ, গুপ্তপাড়া, রংপুর এর আর্থিক অনুদানের অনুদানের আবেদন প্রসঙ্গে।	সিদ্ধান্ত ২১- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে আইন কলেজ, গুপ্তপাড়া, রংপুর আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-২২। সড়ক ও ভবন নীতিমালা ২০১৪ এর নিয়ম অনুসারে রাস্তার নামকরণের আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত ২২- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে সড়ক ভবন স্থাপনা নামকরণ নীতিমালা/২০১৪ অনুসারে রাস্তার নামকরণ উপকমিটির কমিটির সুপারিশক্রমে অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২৩। ৩১নং ওয়ার্ডস্থ গাছ বিক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়নের বিষয়ে কার্যাদেশ প্রদানের নিমিত্ত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে।	সিদ্ধান্ত ২৩- সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে উভয় লটের জন্য সর্বোচ্চ দরদাতা হিসাবে মেসার্স আয়ান কন্সট্রাকশন এর দর গ্রহণ করে কার্যাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২৪। সার্ভেয়ার গ্রহণ ফি এর সহিত আবেদনকারীর নিকট সরকারী আইন মোতাবেক ১৫% ভ্যাট গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত ২৪- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন উক্ত সার্ভেয়ারের ফি সরকারী আইন মোতাবেক ১৫% ভ্যাট প্রদান না করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২৫। রামপুরা জহুরুল ইসলাম বে-সরকারী সিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর শিক্ষক / কর্মচারীদের সিটি কর্পোরেশনে মাষ্টার রোলে অর্ন্তভূক্ত করণ প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত ২৫- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে বলেন উক্ত স্কুলের শিক্ষক/ কর্মচারীদের সিটি কর্পোরেশনে মাষ্টার রোল না করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ২৬। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের	সিদ্ধান্ত ২৬- উপ-ক্রমিক নং- ১ হতে ২৬ পর্যন্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ প্রাক্কলনসহ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।

	অগ্রগতি, নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও প্রাক্কলন অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।	
	আলোচ্য বিষয় নং- ২৭। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের চিকলী বিলের উত্তর পূর্ব কোনের পাড়ের লীজ প্রাপ্ত জমি ১০% মূল্য বৃদ্ধিতে পুনরায় লীজ প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত ২৬- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত চিকলী বিলের উত্তর পূর্ব কোনের অনাবাদী জমি ১০% বৃদ্ধিতে পুনরায় ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	<u>আলোচ্য বিষয় নং- ১৮। বিবিধ</u>	
	<u>আলোচ্য বিষয় নং- ক)</u> অত্র সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত ক- সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে তত্ত¡াবধায়ক প্রকৌশলীর নিকট উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন ৩টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। ৩২নং প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ভালো না জুন মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে। ৩৫নং প্যাকেজের কাজ বাকী রয়েছে। জাইকার কাজ চলমান রয়েছে। যেসব ঠিকাদার কাজ করতে বিলম্ব করছে তাদের আর সময় বৃদ্ধি করা যাবে না। ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন যেসব রাস্তা খনন করা হয়েছে কিন্তু কাজ করতে বিলম্ব করছে সেসব রাস্তাগুলো ভিডি বালু দিয়ে ভরাট করা প্রয়োজন। ১২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন সব প্রাক্কলন তৈরী হলে টেন্ডার দেয়া যেতে পারে। যেসব প্যাকেজের কাজ টেন্ডার হয়েছে ঠিকাদার সময়মত করছেননা, সেগুলো বাতিল করে নতুন কাজ করা সম্ভব নয় মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	<u>আলোচ্য বিষয় নং- খ)</u> রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আত্মীকৃত মাষ্টার রোল কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে।	সিদ্ধান্ত খ- সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে আত্মীকরণকৃত মাষ্টার রোল কর্মচারীদের স্থায়ী করণ কমিটিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে ১৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	<u>আলোচ্য বিষয় নং- গ)</u> রংপুর সিটি কর্পোরেশনে নাগরিকত্ব ও চরিত্রগত সনদ সংশোধন করণ আলোচনা প্রসঙ্গে।	সিদ্ধান্ত গ- সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত নাগরিকত্ব ও চরিত্রগত সনদ সংশোধন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	<u>আলোচ্য বিষয় নং- ঘ)</u> রংপুর সিটি কর্পোরেশনে অটো/ রিক্সার লাইসেন্স নাম্বার বৃদ্ধি করণ প্রসঙ্গে।	সিদ্ধান্ত ঘ- সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত অটো / রিক্সা লাইসেন্স মেট্রোপলিটন কমিশনারের সাথে যোগাযোগ করে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	<u>আলোচ্য বিষয় নং- ঙ)</u> হারাটি কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করণ প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত ঙ- সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে উক্ত কবরস্থানে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয় নং- চ) স্যুভেনিয়র প্রকাশ করণ প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত চ- সভায় মেয়র মহোদয় ও উপস্থিত সকল কাউন্সিলরবৃন্দ একমত হয়ে স্যুভেনিয়র প্রকাশ ও উন্মোচন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- ছ): বুড়িরহাট বাজারে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করণ প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত ছ- সভায় মেয়র মহোদয় এ মুহূর্তে মসজিদ ও মন্দিরে সংস্কারের কোন সুযোগ নাই মর্মে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং- জ) বাবুখাঁর দক্ষিন পূর্ব অংশে অবস্থিত কবরস্থানের নামকরন " বাবুখাঁ কবরস্থান" নামে নামকরন প্রসঙ্গে আলোচনা।	সিদ্ধান্ত জ- সভায় উপস্থিত মেয়র মহোদয় ও কাউন্সিররবৃন্দ একমত হয়ে বলেন ২২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত বাবুখাঁরক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত কবরস্থানটির নাম বাবুখাঁ বালাপাড়া কবরস্থান নামকরণ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৯.২ স্থায়ী কমিটির সভা

(১) অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
০১	জনাব মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)
০২	জনাব মো: নজরুল ইসলাম দেওয়ানী, ৯ নং ওয়ার্ড	সভাপতি
০৩	জনাব মোছাঃ নাছিমা আক্তার, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং -১	সদস্য
০৪	জনাব মো: লাইকুর রহমান নাজু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং -১০	সদস্য
০৫	জনাব মো: মাহাবুব মোর্শেদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড -৩২	সদস্য
০৬	জনাব মো: হাবিবুর রহমান, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
১৫/০৯/২০২০	১. গত সভার আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত অনুমোদন প্রসংগে। ২. ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রসংগে।	সিদ্ধান্ত-১: গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ পূর্বক কোনপ্রকার সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত-২: ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আলোচনায় প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বলেন, এবারের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট যেকোন সময়ের চেয়ে অধিক বাস্তবসম্মত। অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট যেন টেকসই,উন্নয়নমূলক ও বাস্তবমুখী বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হয় সেজন্য সকলে নিকট থেকে আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। বাজেট যেন জনগণের কাঙ্খিত আশা পূরণ করতে পারে সেজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

	৩. সিটি কর্পোরেশনের নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টি করার মাধ্যমে বিজনেস প্রপোজাল আকারে কর্পোরেশনের সভায় উপস্থাপন।	সিদ্ধান্ত-৩: সভায় উপস্থিত সদস্যগণ সম্ভাব্য নতুন নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০১৬ সালের মডেল ট্যাক্স শিডিউল মোতাবেক ছোট-বড়-মাঝারি নানা রকমের উৎসে করারোপরে মাধ্যমে কর্পোরেশন আয় করছে। এছাড়া, ভিসা প্রসেসিং কারবারিদের নিকট হতেও ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে। সভায় আরো নতুন আয়ের উৎস খোজার জণ্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত খাতগুলো হলো- এপার্টমেন্ট ব্যবসার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, রেষ্ট হাউজ নির্মান ও পরিচালনার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, অবকাঠামো নির্মান সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়ে আয় বৃদ্ধি করণ, সুপেয় পানি বোতলজাত করণ ও বিপনন এবং ডেভেলপার কোম্পানীর মাধ্যমে মার্কেট নির্মান ইত্যাদি। এসকল বিষয়গুলো কর্পোরেশনের মাসিক সভায় উত্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	৪. বিদ্যুৎ বিল এবং টেলিফোন বিল এর কপি প্রাপ্তি নিশ্চিত করে তা প্রতি মাসে কর্পোরেশন কর্তৃক পরিশোধ করা	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-৪: সভায় আলোচনা হয় যে সকল বিদ্যুৎ ও পানির বিল বকেয়া রয়েছে সেগুলো যথাসময়ে পরিশোধ করা হচ্ছে। বাকীগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে যথাসময়ে বিলের কপি না পাওয়ায় বকেয়া থেকে যায়। সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যগণ বিল পাওয়ার সাথে সকল বকেয়া-পাওয়া পরিশোধ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।
	৫. ট্যাক্স আদায়ের লক্ষ্যে নতুন নতুন উৎস সৃষ্টিকরণ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-৮: সভাপতি মো: নজরুল ইসলাম দেওয়ানী এর এক প্রশ্নের জবাবে হাট-বাজার শাখা প্রধান বলেন আগামী সভায় ১৪২৭ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন হাট-বাজার, জলাশয়, পুকুরসমূহ ইজারার অনাদায়ী টাকা দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
	৬. বিবিধ।	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-৯: অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা আরও কার্যকর করার জন্য তাগাদা দেওয়া হয় এবং সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

(২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মো: মাহবুবার রহমান মঞ্জু কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং ২১
	সদস্য	জনাব মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিল-৭
	সদস্য	জনাব মো: হারুনুর রশীদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭
	সদস্য	জনাব মো: মাহমুদুর রহমান টিটু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৯
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: আইয়ুব আলী সরকার, শাখা প্রধান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
২১-০৭-২০২০	১. শহরের বিভিন্ন স্থানে ডাস্টবিন স্থাপন প্রসঙ্গে ২. পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী সরবরাহ প্রসঙ্গে ৩. ২১ ও ২৪ নং ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক মডেল কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা ৪. বিবিধ।	১. নগরীর গুরুত্বপূর্ন মোড়ে ডাস্টবিন স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়। ২. প্রতি দুই মাস পর পর পরিচ্ছন্ন সামগ্রী ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধন্ত গ্রহণ করা হয়। ৩. জাইকা-সিফোরসি প্রকল্পের চলমান ২০২০-২০২১ অর্থবছরের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে উল্লিখিত ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্নতা কাজের মনিটরিং করার লক্ষ্যে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

(৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থাপনা (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) স্থায়ী কমিটি

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
০১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
০২	সভাপতি	জনাব মো: আব্দুল গাফ্ফার, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৭
০৩	সদস্য	মোছাঃ নাজমুন নাহার, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর -১১
০৪	সদস্য	জনাব মো: লাইকুর রহমান নাজু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১০
০৫	সদস্য	মোছাঃ সাহেদা বেগম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড -৫
০৬	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: মাহবুব, শাখা প্রধান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শাখা

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	করোনা কালীন পরিস্থিতে সভা করা সম্ভব হয়নি ।	

(৪) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি

নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মো: তৌহিদুল ইসলাম, কাউন্সিল, ওয়ার্ড নং ২০
	সদস্য	মোছাঃ ফরিদা বেগম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর, ১০
	সদস্য	জনাব মো: ফজলে এলাহী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩
	সদস্য	জনাব মো: সামছুল হক, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ৩১
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: নজরুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ

নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	করোনা কালীন পরিস্থিতে সভা করা সম্ভব হয়নি ।	

(৫) হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি

হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
০১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
০২	সভাপতি	জনাব মো: মোক্তার হোসেন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২৯
০৩	সদস্য	জনাব মো: হারুন-অর-রশিদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭
০৪	সদস্য	মোছা: ফেরদৌসী বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ৭
০৫	সদস্য	জনাব মো: মামুনুর রশিদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৮
০৬	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: হাবিবুর রহমান, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি'র সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	করোনা কালীন পরিস্থিতে সভা করা সম্ভব হয়নি ।	

(৬) নগর অবকাঠামো নির্মান ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি

নগর অবকাঠামো নির্মান ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
০১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
০২	সভাপতি	জনাব মো: মোখলেছুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৫
০৩	সদস্য	জনাব মো: তৌহিদুল ইসলাম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২০
০৪	সদস্য	জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৩৩
০৫	সদস্য	জনাব মো: মুনতাসির শামীম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৮
০৬	সদস্য	মোছা: জামিলা বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ৪
০৭	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: আজম আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী

(৭)পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি

পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মো: নুরুন্নবী ফুলু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২৫
	সদস্য	মোছা: বিলকিস বেগম, সংরক্ষিত কাউন্সিল ২
	সদস্য	জনাব মো: মাহবুবার রহমান মঞ্জু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২১
	সদস্য	জনাব মো: মাহফুজার রহমান মাফু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৭
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী

(৮) সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি

সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি'র সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মোছা: নাছিমা আক্তার, সংরক্ষিত কাউন্সিলর ১
	সদস্য	জনাব শ্রী হারাধন চন্দ্র রায়, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৪
	সদস্য	মোছা: সুইটি বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ৩
	সদস্য	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: সেলিম, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা

সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি'র সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
০৯/০৭/২০২০	আলোচ্য বিষয় নং-১: বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন আলোচ্য বিষয় নং-২: শহরের সমাজ কল্যান ও কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা আলোচ্য বিষয় নং-৩: বিবিধ।	সিদ্ধান্ত-১: বিগত সভার কার্যবিবরণী বিশেষ কোন আপত্তি না থাকায় এবং কোনরুপ সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-২: সভায় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি কমিউনিটি সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাই কর্পোরেশনের মাসিক সভায় উত্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি সেন্টার নির্মানের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	আলোচ্য বিষয় নং-১: বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন আলোচ্য বিষয় নং-২: শহরের সমাজ কল্যান ও কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা আলোচ্য বিষয় নং-৩: বিবিধ।	সিদ্ধান্ত-১: বিগত সভার কার্যবিবরণী বিশেষ কোন আপত্তি না থাকায় এবং কোনরুপ সংযোজন ও বিয়োজন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। সিদ্ধান্ত-২: সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় যে সিটি কর্পোরেশনে এখনো উন্নতমানের পার্ক নেই। কিন্তু নাগরিকদের বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই একটি আধুনিক পার্ক স্থাপনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১০) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটি

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মো: আমিনুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ১৬
	সদস্য	মোছা: মনোয়ারা সুলতানা মলি, সংরক্ষিত কাউন্সিলর ১০
	সদস্য	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১
	সদস্য	জনাব মো: জয়নুল আবেদীন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১১
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: মাহবুব, শাখা প্রধান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শাখা

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটির আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সুপারিশ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	করোনা কালীন পরিস্থিতে সভা করা সম্ভব হয়নি ।	

(১৫) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

স্থায়ী কমিটির সদস্য

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা
	সভাপতি	জনাব মো: রবিউল আবেদীন রতন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ১২
	সদস্য	মোছা: সুইটি বেগম, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর নং ৩
	সদস্য	জনাব মিজানুর রহমান মিজু, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ২২
	সদস্য	জনাব মো: রহমতুল্লা বাবলা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ২৮
	সদস্য	জনাব মো: নজরুল ইসলাম দেওয়ানী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৯
	সদস্য	জনাব মো: সামছুল হক, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ৩১
	সদস্য	জনাব মীর মো: জামালউদ্দীন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড ২৪
	সদস্য	জনাব মোছা: হাসনা বানু, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ৮
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মো: সেলিম মিয়া, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
	করোনা কালীন পরিস্থিতে সভা করা সম্ভব হয়নি ।	

(১৭) নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য

ক্রম	পদবী	নাম
	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	জনাব মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা, মেয়র
	সভাপতি	জনাব মোছা: হাসনা বানু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৮
	সদস্য	জনাব মো: আমিনুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬
	সদস্য	জনাব মো: আব্দুল গাফ্ফার, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭
	সদস্য	জনাব মোছা: বিলকিস বেগম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০২
	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মোছা: রেহেনা আখতার, উচ্চমান সহকারী, শিক্ষা শাখা

স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশ
করোনা কালীন পরিস্থিতে সভা করা সম্ভব হয়নি ।		

১০. নাগরিক সম্পৃক্তকরণ

১০.১ ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির (ডব্লিউএলসিসি) সভা

করোনা কালীন পরিস্থিতে সভা করা সম্ভব হয়নি ।

১০.২ সিভিল সোসাইটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি (সিএসসিসি) সভা

(জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০)

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ

১০.৩ জনসভা/ জনতার মুখোমুখি

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ

১০.৪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রচার কার্যক্রম

তারিখ	মূল বিষয়বস্তু	লক্ষিত এলাকা / দল	সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
			৭০০ জন

১০.৫ নাগরিক মতামত এবং অভিযোগ প্রতিকার

(১) অভিযোগ প্রতিকার

ক্রম	সেবাসমূহ	অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যা এবং প্রক্রিয়াকরণ	অভিযোগ নিস্পত্তির সংখ্যা	অভিযোগ নিস্পত্তির শতকরা হার
	কর এবং ফি	০৪টি	০৩টি	৯০%
	অবকাঠামো	০৩টি	০২টি	৯০%
	পানি সরবরাহ	০৫টি	০৫টি	১০০%
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৫০টি	৪৫টি	৯৫%
	গণশৌচাগার	০১টি	০১টি	১০০%
	পাবলিক মার্কেট	০১ টি	০১ টি	১০০%
	ইপিআই	০১ টি	০১ টি	১০০%
	সাংস্কৃতিক/খেলাধূলা	০৩টি	০২টি	৯০%
	কোভিড-১৯ বিষয়ক	২৫ টি	২৫টি	১০০%

	জলাবদ্ধতা	০৫টি	০৩টি	৮০%

* অভিযোগ গ্রহনকারী কর্মকর্তা (জিআরও) কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগগুলি সর্বদা প্রক্রিয়াকরণ করা হয় না, তবে প্রবিধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাগরিক প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ নিরসনের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা হয়। সুতরাং প্রাপ্ত অভিযোগগুলি কেবল লিপিবদ্ধ করা হয়না অধিকন্তু সংশ্লিস্ট বিভাগ কর্তৃক এগুলো নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(২) উল্লেখযোগ্য অভিযোগ এবং মতামতসমূহ

উল্লেখযোগ্য অভিযোগ এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

অভিযোগ গ্রহণ এবং নিস্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

অভিযোগ বিষয়ক প্রতিক্রিয়া/মতামত

(৩) নাগরিক জরিপ-এর সংক্ষিপ্ত ফলাফল (যদি জরিপ কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে)

সিটি কর্পোরেশনের সেবা বিষয়ে নাগরিক সন্তুষ্টি

যেসকল সেবাসমূহের অধিকতর উন্নতি করা প্রয়োজন

ফটো গ্যালারীঃ

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে জনউদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী

নদী ভাঙ্গন পরিদর্শন এবং বাধ নির্মাণ

সড়কবাতি সম্প্রসারন, সংস্কার এবং মেরামত

ব্রীজ নির্মাণ

রাস্তা সংস্কার এবং মেরামত কার্যক্রম

ওভারহেড পানির ট্যাংকি নির্মাণ

শ্যামাসুন্দরী খাল সংস্কার এবং ব্রীজ নির্মান

করোনার বিস্তার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাস্ক বিতরণ

নতুন রাস্তা নির্মাণ